উন্নয়নে উজ্জীবিত

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম–এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩।

ফোন ঃ ০৭৫১-৬৩৮৭০-৭১, মোবাইল ঃ ০১৭১৩-৩৮৩১০০।

ইমেইল ঃ akhan_ndp@yahoo.com ওয়েবসাইট ঃ www.ndpbd.org

নারীর অংশগ্রহণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে দারিদ্র্যতা হ্রাস

উন্নয়নে উজ্জীবিত

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
–এনডিপি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
(পিকেএসএফ)

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

উন্নয়নে উজ্জীবিত

প্রকাশকাল

মে, ২০১৮

প্রকাশনা উপদেশক

ড. এ কে এম নুরুজ্জামান
উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

মোঃ আশরাফুল হক
সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

মোঃ আলাউদ্দিন খান
নির্বাহী পরিচালক, এনডিপি

মোসলেম উদ্দিন আহমেদ
উপ-পরিচালক, এনডিপি

সম্পাদনা

মোঃ মাকছেদুল আলম
সহকারি প্রকল্প সমন্বয়কারী (পুষ্টি), পিকেএসএফ

মোল্লা আব্দুল্লাহ আল মেহদী
ব্যবস্থাপক (আরএন্ডডি), এনডিপি

তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও বিন্যাস

মুহাম্মদ আবদুল হালিম
প্রকল্প সমন্বয়কারী, উজ্জীবিত প্রকল্প, এনডিপি

অলংকরণ ও মুদ্রণে

ডিজিটাল মেসেজ্
চকযাদু ক্রস লেন, প্রেসপট্টি, বগুড়া।

প্রকাশক

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প, এনডিপি
এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩।
ফোন ঃ ০৭৫১৬৩৮৭০-৭১, মোবাইল ঃ ০১৭১৩-৩৮৩১০০।
ই-মেইল ঃ akhan_ndp@yahoo.com
ওয়েবসাইট ঃ www.ndpbd.org

এ প্রকাশনাটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) কর্তৃক প্রকাশিত। এ প্রকাশনার বিষয়বস্তুর বিষয়ে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর কোন মতামত প্রদর্শন করে না।

মুখবন্ধ

আল্লাহর অসীম রহমতে প্রথমবারের মত ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের বিশেষ প্রকাশনা (বুকলেট) প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। প্রকল্পটি ২০১৩ সাল থেকে এনডিপি কর্তৃক সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও নাটোর জেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পটির কর্ম পরিধি বিশাল। বিভিন্ন ধরনের কর্মমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় তৃণমূলের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একটি প্রকাশনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সাফল্য তুলে ধরা সম্ভব নয়। তারপরও শুরু থেকে এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দুরীকরণে প্রকল্প কর্তৃক অর্জিত সাফল্যের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পিকেএসএফ এর সাথে এনডিপি'র উন্নয়ন সম্পর্কের ১ যুগ পার হয়েছে। দীর্ঘ এই সময়ে পিকেএসএফ পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি'র সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এনডিপি বর্তমানে উজ্জীবিতসহ আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটি ৩টি জেলার ১৪টি উপজেলার ১২,৫০০ অতিদরিদ্র নারী প্রধান পরিবারের টেকসই উন্নয়নে জন্য কাজ করছে। এজন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ, কৃষি ভিত্তিক আইজিএ প্রশিক্ষণ, নারীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান, উপকরণ বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা, বিভিন্ন ধরনের সবজি বীজ ও গাছের চারা বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।

মানুষ তার চিন্তার চেয়ে অনেক বেশি কর্ম ক্ষমতার অধিকারী। শুধু প্রয়োজন উপযুক্ত আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষন ও সহায়ক ঋণ। তাহলে এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে অর্থনৈতিক মুক্তিই সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাবে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই চায় সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে। কিন্তু এটি একটি সময়সাপেক্ষ ও চলমান প্রক্রিয়া। উজ্জীবিত প্রকল্পটি প্রকল্প এলাকার মানুষের চাহিদার উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যিত দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বের করতেই বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আশা করি প্রকল্পটি লক্ষ্যিত দরিদ্র পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদায় সমৃদ্ধ করে তুলবে।

(মোঃ আলাউদ্দিন খান)
নির্বাহী পরিচালক, এনডিপি

সূচিপত্র

এনডিপি পরিচিতি	৩
প্রকল্প পরিচিতি ও বাস্তবায়ন কৌশল	৪
এনডিপি-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের কর্ম এলাকা	৫
একনজরে ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প কর্তৃক অর্জন	৬
ক. সদস্য, সঞ্চয় ও ঋন কার্যক্রম	৭
খ. কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম	৭-২৪
প্রশিক্ষণ	৮-১৬
টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ	১৭
অনুদান	১৮-২৩
সবজি বীজ বিতরণ ও আধা বাণিজ্যিক সবজির খামার	২৪
গ. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম	২৫-৩৯
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি	২৬
১০০০ দিনের সেবা	২৭-২৯
গ্রোথ মনিটরিং	৩০
অপুষ্টি সনাক্তকরণ ও রেফারেল	৩০
পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষায়িত কার্যক্রম	৩১-৩৫
ঝুঁকি তহবিল	৩৬
কমিউনিটি ক্লিনিক	৩৬
কমিউনিটি ইভেন্টস	৩৭-৩৯
আরইআরএমপি ২	৩৯-৪১
একনজরে আরইআরএমপি ২	৪০
মোকছেদান এখন স্বাবলম্বী	৪১
সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন	৪২-৪৪
শিক্ষনীয় বিষয়, প্রতিবন্ধকতা ও পরামর্শসমূহ	৪৫-৪৬
ছবিতে উজ্জীবিত প্রকল্প	৪৭-৪৮

এনডিপি পরিচিতি

এনডিপি ১৯৯২ সাল থেকে শোষিত, বঞ্চিত ও প্রান্তজনের উন্নয়নে কাজ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পুষ্টি, জেন্ডার এন্ড রাইট্স, প্রবীণ কল্যাণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, মানবাধিকার ও সুশাসন, গৃহায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, এনার্জি ও এনভায়রনমেন্ট, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া এবং ঋণ সহায়তা কর্মসূচিসহ মোট ৩০টি প্রকল্প/কর্মসূচি'র মাধ্যমে সিরাজগঞ্জসহ বগুড়া, পাবনা, নাটোর, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক/ সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসডিজি'র টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভুক্তভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এনডিপি বিশেষ জোর দিয়েছে।

দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে বাদ দিয়ে কোনভাবেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিতে ও নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এনডিপি বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও নারীদেরকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে কর্মরত সংস্থার ৩০ ভাগ কর্মীই নারী।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। শহরের তুলনায় গ্রামে দারিদ্র্যের হার বেশি। ২০১০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মতে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১% ও বিবিএস এর তথ্য মতে ২৯% জনগোষ্ঠী দারিদ্র সীমার নিচে বাস করত। গ্রাম এলাকায় এই হার ছিল ৩৫%। এর অন্যতম কারণ নারীর অনগ্রসরতা। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এনডিপি নারীর অনগ্রসরতার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় এনডিপি" "Food Security 2012 Bangladesh-UPP Ujjibito" প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতা দুরীকরণে কাজ করছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর কারিগরি সহায়তায় এনডিপি সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও নাটোর জেলার ১৪টি উপজেলায় ১০২টি ইউনিয়নের ৩০টি ঋণ সহায়তা কর্মসূচি'র শাখার সমন্বয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহম্মদ এর হাত থেকে সম্মাননা পুরস্কার নিচ্ছেন মোঃ আলাউদ্দিন খান, নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা, এনডিপি

প্রকল্প পরিচিতি ও বাস্তবায়ন কৌশল

পটভূমি

Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito শীর্ষক প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৩ থেকে বাস্তবায়ন হচ্ছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২৮/০৫/২০১৩ ইং তারিখ বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মধ্যে একটি Financing Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মুল কম্পোনেন্ট দুটি: (১) কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম এবং (২) দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের নাম Rural Employment and Road Maintenance Program (RERMP-2) এবং পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের নাম Ultra Poor Program (UPP)-Ujjibito.

প্রকল্পের লক্ষ্য

* প্রকল্পের আওতাধীন অতিদরিদ্র নারী অংশগ্রহণকারী এবং তাদের খানার মানসম্মত জীবন যাপনের অবলম্বন সৃষ্টি করা;
* প্রকল্পের আওতাধীন অতিদরিদ্র অংশগ্রহণকারী এবং তাদের খানার স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন করা;
* প্রকল্পের আওতাধীন অতিদরিদ্র নারী অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

টেকসইভাবে বাংলাদেশের ক্ষুধা ও দারিদ্র হ্রাস করা।

অংশগ্রহণকারী

প্রকল্পের লক্ষ্যিত প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী ১২,৫০০ জন অতিদরিদ্র নারী সদস্য। অন্যদিকে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী আরইআরএমপি-২ সদস্য সংখ্যা ২,০৪০ জন। ১ম পর্যায়ে ১,০২০ জন এবং ২য় পর্যায়ে ১,০২০ জন আরইআরএমপি-২ সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

বাস্তবায়ন কৌশল

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ প্রণীত গাইডলাইন আছে। এছাড়া পিকেএসএফ, এনডিপি ও অংশগ্রহণকারী পরিবারসমূহও নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন। কর্মসূচির সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে এনডিপি'র সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ কারিগরি সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে সরাসরি তদারকি করে থাকে। প্রয়োজনে এনডিপি'র সাথে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষনিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। আবার পরিবার ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের আগে অংশগ্রহণকারী পরিবারসমূহের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য হ্রাসে এনডিপি ও পিকেএসএফ যৌথভাবে প্রকল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০৩০) পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশেষ করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হত দরিদ্র নারীদের দক্ষতার উন্নয়ন ও সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আইজিএ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে মোট ১৮ জনের একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী রয়েছে। এদের মধ্যে ১ জন প্রকল্প সমন্বয়কারি, ১০ জন প্রকল্প কর্মকর্তা (সোস্যাল) এবং ৭ জন প্রকল্প কর্মকর্তা (টেকনিক্যাল)। প্রকল্প সমন্বয়কারি প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের পাশাপাশি মনিটরিং, সুপারভিশন, রিপোর্টিং এর কাজ করে থাকেন। প্রকল্পের সোস্যাল কর্মকর্তাগণ প্যারামেডিক ডিপ্লোমাধারী তার স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ক সেবা নিশ্চিত করেন। অন্যদিকে প্রকল্প কর্মকর্তা (টেকনিক্যাল) কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য বিষয়ে সেবা দিয়ে থাকেন। এছাড়া এনডিপি ও পিকেএসএফ'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

এনডিপি-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের কর্ম এলাকা

এক নজরে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প কর্তৃক অর্জন (নভেম্বর ২০১৩ - এপ্রিল ২০১৮)

ক্রঃ নং	ইন্টারভেনশন	কার্যক্রম	অর্জন
১	সদস্য, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম	সমিতি	৫৮৮
		বর্তমান সদস্য	১০,১১৪
		ঋণ গ্রহীতা	৭,০০৯
		ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫,৮৯৩
		ঋণ স্থিতি (লক্ষ টাকা)	৭৭৯
		সঞ্চয় স্থিতি (লক্ষ টাকা)	৪২৪
২	প্রশিক্ষণ (কৃষিজ)	বসতবাড়িতে সবজি চাষ	২৭৫
		কেঁচো সার উৎপাদন এবং ব্যবহার	৬২৫
৩	প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ)	মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন	৫৫০
		গরু মোটাতাজাকরণ	১,৫৫০
		কবুতর পালন	৫০
৪	প্রশিক্ষণ (অকৃষিজ)	সেলাই প্রশিক্ষণ (১ মাস মেয়াদী)	৪০০
		হস্তশিল্প (কারচুপি, টুপি, ব্লক-বাটিক, বাঁশ বেতের কাজ ইত্যাদি)	১৭৫
		বিশেষ অকৃষিজ (সেলাই, ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং)	৫০
৫	প্রশিক্ষণ (বৃত্তিমূলক)	মোবাইল ও মোটর সাইকেল সার্ভিসিং (৩ মাস মেয়াদী)	৩০
৬	কারিগরি সহায়তা টিকা ও কৃমিনাশক বড়ি	টিকা ছাগল/ ভেড়ার সংখ্যা (পিপিআর)	৬,১১৪
		টিকা মুরগি সংখ্যা (আরডিভি ও বিসিআরডিভি)	২৯,৬৩৯
		কৃমিনাশ বড়ি বিতরণ গরু, ছাগল, ভেড়ার সংখ্যা	৯,০৮২
৭	অনুদান	মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ ভেড়া পালন	৫৯
		কেঁচো সার খামার স্থাপন ও বসত বাড়িতে সবজি চাষ	৩৪
		গরু মোটাতাজাকরণ	২
		আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি	১৮
		জমি বন্ধক ও বছরব্যাপী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ	৪
		কবুতর পালন	৫০
		ব্রয়লার পালন	২
		ক্ষুদ্র ব্যবসা	৭
৮	সবজি বীজ	সবজি বীজ বিতরণ (জন)	৩৯,৮৬০
		আধা বানিজ্যিক সবজির খামার স্থাপন	৮৯০
৯	১০০০ দিনের সেবা (গর্ভবতী-২৩ মাস বয়সী শিশু)	তালিকাভুক্ত গর্ভবতী	৭,৮২৮
		তালিকাভুক্ত দুগ্ধদানকারী মা	৫,৮৪৭
		তালিকাভুক্ত শিশুর সংখ্যা (০-২৩ মাস বয়সী)	১২,৬৬২
		৬মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো শিশু	৩,১২৮
		তালিকাভুক্ত অপুষ্টিতে (মাঝারি ও তীব্র) আক্রান্ত গর্ভবতী	৬৬
		তালিকাভুক্ত অপুষ্টিতে (মাঝারি ও তীব্র) আক্রান্ত দুগ্ধদানকারী মা	৯৯
		মাঝারি অপুষ্টিতে (মাঝারি ও তীব্র) আক্রান্ত শিশু	১২০
		হাসপাতালে ভর্তিকৃত তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু	৪৭
১০	গ্রোথ মনিটরিং (২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশু)	তালিকাভুক্ত শিশু	১০,৬০০
		মাঝারী ও তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু	১১৯
		ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশু	২৬০
১১	অপুষ্টি সনাক্তকরণ ও রেফারেল (গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী মা, ০-৫৯ মাস বয়সী শিশু)	মাতৃ মৃত্যুর সংখ্যা	২
		৫ বছর বয়স পর্যন্ত মৃত শিশু	৯
		মোট তালিকাভুক্ত শিশু	১২৮
		মাঝারি ও তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু	৬৫
১২	পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষায়িত কার্যক্রম	পুষ্টি গ্রাম	২৮
		পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক দলীয় সভা	১৬,৪০৫
		কিশোরী ক্লাব, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশন	১,০৭৯
		কিশোরী ক্লাব গঠন	৩৮
		নির্বাচিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৮
		পুষ্টি ও সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	১
১৩	ঝুঁকি তহবিল	ঝুঁকি তহবিল ভাতা প্রদান (জন)	১৩৮
		ঝুঁকি তহবিল ভাতা প্রদান (লক্ষ টাকা)	৭
১৪	কমিউনিটি ক্লিনিক	কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক অবাইতকরণ সভা	৭
১৫	কমিউনিটি ইভেন্টস	দিবস পালন	১০
		স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইন	৩৭
		রক্তের গ্রুপ নির্ণয়	২৬
		বন্যার্তদের জন্য ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প	৬
১৬	টিপিট্যাপ	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিপিট্যাপ নিশ্চিতকরণ (শতক)	৩৩

ক. সদস্য, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

কার্যক্রমটির মাধ্যমে প্রকল্পের সদস্যদের স্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। সঠিকভাবে আইজিএ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ঋণ সহায়তার পাশাপাশি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১,১৯৬ টি আইজিএ স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে গরু মোটাতাজাকরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, জমি বন্ধকী, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, সবজি চাষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫০ জন সদস্য প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করলেও বর্তমানে আর ঋণ নিচ্ছেন না। তারা নিজেরাই মাঝারী ও বড় আকারের খামার তৈরি করেছেন। তাদের বাৎসরিক গড় আয় ১ লক্ষ টাকা থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট প্রায় ৮০০ জনের বাৎসরিক গড় আয় ৬০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। ফলে তাদের পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে খরচ করার সক্ষমতা আগের চেয়ে বেড়েছে। এছাড়া কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের সদস্যের গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ শেষে আইজিএ বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহণ

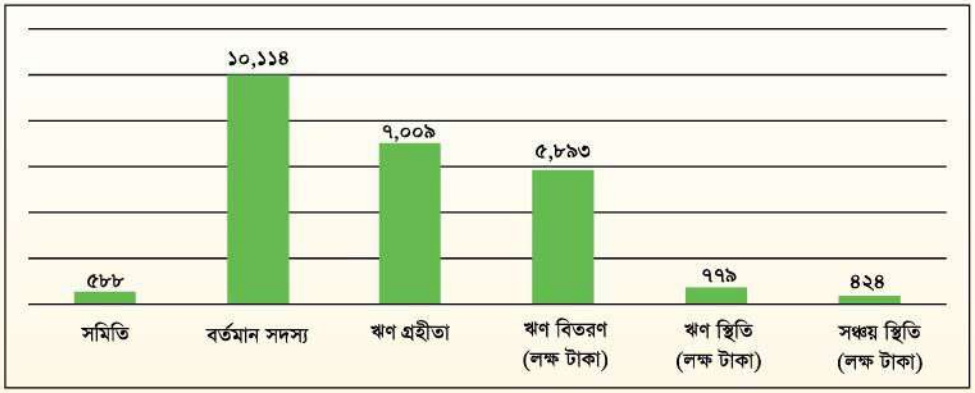

সদস্য, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

খ. কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম

প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সদস্যদের জন্য কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক আইজিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে কৃষি ও প্রাণিসম্পদের উপর যে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হয় তা হলো:

১. প্রশিক্ষণ
২. টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ
৩. অনুদান
৪. সবজি বীজ বিতরণ

১. প্রশিক্ষণ

দক্ষতাই মানুষকে কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছায়। দক্ষ জনশক্তি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে দ্রুত ত্বরান্বিত করে। আমাদের দেশে জনশক্তির ঘাটতি না থাকলেও দক্ষ জনশক্তির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এই অদক্ষ জনশক্তির অধিকাংশই নারী। আবার সার্বিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণও খুব বেশি আশাব্যাঞ্জক না হওয়ায় সামষ্টিক অর্থনীতিতে তেমন উন্নয়ন হচ্ছে না। অথচ দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তাই যদি বেকার যুবকদের পাশাপাশি শিক্ষিত ও বেকার নারী এবং যুবতীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মে দীক্ষিত করা যায় তবে পাল্টে যাবে সামগ্রিক চিত্র। এই সমস্যা উত্তরণে প্রকল্পটি নারীদের প্রাধান্য দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১০ হাজার সদস্য তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজেদের সম্পদকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে অধিক উপার্জনের মাধ্যমে স্বাবলম্বি হচ্ছেন। এজন্য প্রকল্পের সদস্যদের সাধারনত: কৃষি, প্রাণিসম্পদ, অকৃষি, বিশেষ অকৃষি (ভ্রাম্যমান) ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষিজ

বসতবাড়িতে সবজি চাষ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য মোছা: সালমা খাতুন বসতবাড়িতে সবজি চাষ করছেন

বসতবাড়িতে শাক সবজি চাষ করে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত সবজি বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে প্রকল্প কর্তৃক সদস্যদের বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সবজি উৎপাদনে খরচ কমাতে কেঁচো সার ব্যবহার এবং উৎপাদনের উপরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৭৫ জন সদস্যকে বসতবাড়িতে সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২৬ জন সদস্য সবজি চাষের সাথে সরাসরি জড়িত আছেন। তাদের বাৎসরিক গড় আয় ৬-৭ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শাক সবজি গ্রহণের মাত্রা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

কেঁচো সার উৎপাদন এবং ব্যবহার

কেঁচো সার উৎপাদন পদ্ধতি সহজ হওয়ায় কৃষকেরা উৎপাদিত কেঁচো সার তাদের নিজ প্রয়োজনে জমিতে প্রয়োগ করছেন এবং বাজার চাহিদা বেশি থাকায় খরচের তুলনায় অনেক বেশি দামে অন্য কৃষকের কাছে বিক্রি করতে পারছেন। এতে কৃষকের ফসল উৎপাদন খরচ কমে যাচ্ছে ও আয় বেশি হচ্ছে এবং জমির ক্ষয় রোধ হচ্ছে। তাছাড়া এই দুটি কাজ বাড়িতেই করা যায় বলে নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারছেন এবং সংসারে বাড়তি আয় করছেন। এ পর্যন্ত ৬২৫ জন কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ৫৮৯ জন কেঁচো সার উৎপাদন করছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক ছাড়াও উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও প্রায় ১২ জন কৃষক বানিজ্যিক উপায়ে কেঁচো সার উৎপাদন করে বাজারজাত করছেন।

প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন মো: আলাউদ্দিন আহমেদ, এপিসি (কারিগরি সহায়তা, পিকেএসএফ)

প্রাণিসম্পদ

গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ প্রাণিসম্পদ পালনে সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করায় বেশিরভাগ সময় লাভের পরিবর্তে লোকসানের মুখে পড়েন। এই সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য বর্তমানে প্রাণিসম্পদ পালন করছেন বা পালন করতে উৎসাহী এমন সদস্যদেরকে প্রকল্প থেকে উন্নত পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষক হিসেবে জেলা/উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ফলে সরকারের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে খামারীদের সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে। এ পর্যন্ত ২,১৫০ জন সদস্য প্রকল্প থেকে প্রাণিসম্পদের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে প্রায় ১,৮০০ প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক আইজিএ বাস্তবায়ন করছেন। এছাড়া প্রকল্পের সরাসরি সহযোগিতা ছাড়াও আরও অন্তত: ৫৫০ জন খামারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারীর আইজিএ দেখে উন্নত পদ্ধতিতে গরু, ছাগল, ভেড়া ও কবুতর পালন করছেন। প্রকল্প সদস্যদের বাৎসরিক গড় আয় গরু ও ছাগল/ভেড়ার ক্ষেত্রে ২০-৩০ হাজার টাকা এবং কবুতরের ক্ষেত্রে ৫-৮ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

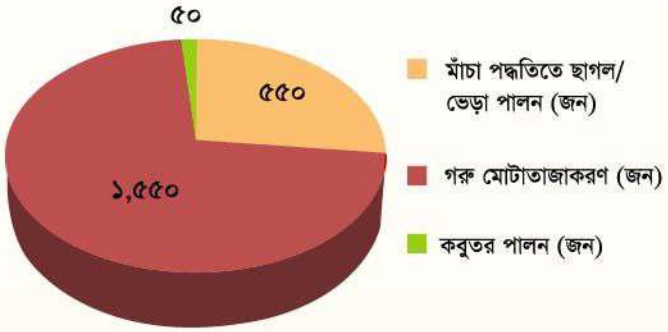

মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেঁড়া পালন

ছাগল পালন অত্যন্ত লাভজনক হলেও ঝুঁকি অনেক। খামারীরা সাধারনত: বাড়িতে ঘর তৈরি করে কাঁচা মেঝেতে ছাগল পালন করায় অধিকাংশ সময় ছাগলগুলো নিউমোনিয়া, পিপিআর, ডায়রিয়া এবং কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হত। ফলে খামারী ক্ষতির সম্মুখীন হতেন। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃক মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় খামারীরা ৭০-৮০ ভাগ রোগ রোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। খামারীরা মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে প্রশিক্ষিত হওয়ায় ছাগল পালন ব্যবস্থাপনা আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে এবং ছাগল মৃত্যুর হার ৯০ ভাগ কমে গেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫৫০ জন খামারীর সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও ২০০ জন এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ছাগল পালন করছেন। প্রকল্প এলাকায় দিন দিন এই পদ্ধতিটি জনপ্রিয় হচ্ছে।

গরু মোটাতাজাকরণ

প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পূর্বে খামারীরা সাধারণত: দেশী গরু দীর্ঘ সময়ব্যাপী পালন করতেন। রোগ বালাই প্রতিরোধেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন না। ফলে অনেক সময় গরু মারা যেত এবং গরু পালনে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তেন। তাই অনেকেই গরু পালন ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর তারা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করছেন। বর্তমানে তারা দীর্ঘ মেয়াদের পরিবর্তে বছরে ৩ বার গরু মোটাতাজাকরণ করে ক্রয়-বিক্রয় করছেন। এমনকি সময়মত তড়কা, ক্ষুরা, এ্যানথ্রাক্স, বাদলা, গলাফুলাসহ বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করায় রোগ বালাই ৮০ শতাংশ কমে গিয়েছে। ফলে খামারীদের বার্ষিক গড় আয় আগের চেয়ে প্রায় ২৫-৩০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পিও টেকনিক্যাল ইউরিয়া মোলাসেস তৈরির পদ্ধতি শেখাচ্ছেন

কবুতর পালন

মোছা: শোভা খাতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য নিজ বাড়িতে কবুতর পালন করছেন

কবুতর পালন গ্রামীন অতিদরিদ্র নারীদের জন্য অল্প বিনিয়োগে বেশি লাভের অন্যতম একটি আইজিএ। কবুতর বছরে কমপক্ষে ১০ বার ২টি করে বাচ্চা দেয়। অথচ গ্রামের বেশিরভাগ পরিবার কবুতর পালনের সুবিধা ও লাভের হিসাব জানেন না। তাই প্রকল্পটি এই সকল দরিদ্র শ্রেণির নারী প্রধান পরিবারের বাড়তি আয়ের জন্য ঘরের কোনায় কবুতর পালনের উপর এ পর্যন্ত মোট ৫০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণ থেকে ব্যবস্থাপনা জ্ঞান লাভ করায় এখন তারা কবুতরের খোপগুলোকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছেন। ফলে রোগ বালাই কম হচ্ছে। এছাড়া সদস্যরা কবুতর পালনে সচেতন হওয়ায় অতি অল্প বিনিয়োগেই পরিবারের জন্য পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাৎসরিক ৫-৮ হাজার টাকা বাড়তি আয় করছেন।

উন্নত পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণে ভাগ্য ফিরলো সবুরার

মোছাঃ সবুরা খাতুন

মোছাঃ সবুরা খাতুন (৩৫), স্বামী মোঃ লিটন মিয়া। গ্রাম চর নিশি বয়ড়া। সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার একটি গ্রাম। স্বামী ও ২ ছেলে মেয়ে নিয়ে ৪ জনের সংসার। এক সময় তাঁতের ব্যবসা ছিল। ব্যবসায়িক ক্ষতির কারনে বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর ২০০৩ সাল থেকে তাঁতের শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন স্বামী এবং নিজে শুরু করেন সুতা নাটাইয়ের কাজ। মোটামুটি চলতে থাকে সংসার।

২০০৪ সালে সবুরা খাতুনের ঘর আলো করে আসে এক কন্যা সন্তান। খরচ বাড়ায় সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। এভাবে কেটে যায় ৫/৬ বছর। ২০০৯ সালে তাদের কোল জুড়ে আসে আরও একটি পুত্র সন্তান। এক ছেলে এক মেয়ে, সোনার সংসার। কিন্তু সবুরা সুখ দেখতে পেলেন না। খরচ অনেক বেড়ে গেল। হিমশিম খাচ্ছিলেন সংসার চালাতে। এরমধ্যে ২০১১ সালে মেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। ছেলে মেয়েসহ খুব কষ্টে দিন পার করছিলেন। তারপর কেটে গেলো আরও ৩/৪ বছর। ছেলেকে ভর্তি করালেন বিদ্যালয়ে। দুজনের পড়ালেখার খরচ এবং সংসার খরচ চালাতে গিয়ে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন।

পিও টেকনিক্যাল সবুরা খাতুনকে আধুনিক পদ্ধতিতে গরু পালন বিষয়ক পরামর্শ দিচ্ছেন

হতাশাগ্রস্থ সবুরার সময় কাটে না। সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা করেন। ভাবেন কিভাবে ছেলে মেয়ে দুজনকে পড়ালেখা করাবেন। এ অবস্থায় গেলেন এনডিপি বাস্তবায়িত উজ্জীবিত প্রকল্পের এক সেশনে। সেখান থেকে মানসিকভাবে উজ্জীবিত হয়ে তামাই শাখায় প্রকল্পের সদস্য হন। সদস্য পরবর্তী সময়ে তার আগ্রহ দেখে গরু মোটাতাজাকরণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ২০১৪ সালে ২০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এই টাকায় তিনি ১টি ষাড় গরু ক্রয় করে ৪ মাস পর বিক্রি করে সব খরচ বাদে ১০ হাজার টাকা লাভ করেন। এরপর ঋণের ২০ হাজার টাকা পরিশোধ করে নতুন করে ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এবার তিনি ঋণের টাকার সাথে লাভের টাকা এবং নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে ২টি গরু ক্রয় করেন। এভাবে চার দফা ঋণ নিয়ে মোট ৯৫ হাজার টাকা লাভ করেন। বর্তমানে প্রকল্পের সহায়তায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। কিছু টাকা দিয়ে গরুর ব্যবসার পাশাপাশি স্বামীর জন্য মুরগীর ব্যবসা দাড় করে দিয়েছেন। স্বামীকে দিনমজুর থেকে ব্যবসায়ী বানিয়েছেন। দুজন মিলে অবসর সময়ে বিভিন্ন কাজ করে এবং গরু পালন ও মুরগীর ব্যবসা থেকে গড়ে প্রতিমাসে সব খরচ বাদে ১০-১২ হাজার টাকা আয় করছেন। বর্তমানে সবুরার ৩টি গরু ও ব্যবসায় মোট বিনিয়োগের পরিমান প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা। ছেলে মেয়েদের পড়ালেখায় আর কোন সমস্যা হচ্ছে না। বড় মেয়ে এখন ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে এবং ছেলে ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়। দুজনই ভালো ছাত্র/ছাত্রী। সবুরার স্বপ্ন ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষিত করে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রকল্প কর্তৃক নিয়মিত ফলোআপ ও প্রশিক্ষণ সহযোগিতায় সবুরার দিন পাল্টেছে। প্রকল্প সম্পর্কে সবুরা বলেন- প্রকল্পটি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি এখন সবাইকে বলি, **"যদি কর গরু মোটাতাজাকরণ, আধুনিক পদ্ধতিই কর গ্রহণ"**।

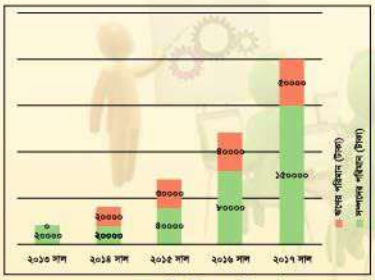

সবুরার অর্থনৈতিক পরিবর্তন

অকৃষিজ

দেশের উন্নয়নে কৃষি খাতের পাশাপাশি অকৃষিজ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পরিসংখ্যান মতে, কৃষি খাতের চেয়ে অকৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলক বেশি। নারীর সক্ষমতা বিবেচনা করে অকৃষি খাতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলে দেশের উন্নয়নে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তাই এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পটি নারীদের জন্য সেলাই, হস্তশিল্প, বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান) ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সেলাই প্রশিক্ষণ

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজটি বাড়িতে করা যায় বলে আমাদের দেশের নারীরা সহজে এই পেশাকে গ্রহণ করেন। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নারীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে তাদের প্রত্যেককে বিনামূল্যে ১টি করে সেলাই মেশিন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রপ্ত সদস্যদের মধ্যে অন্তত: ১৫ জন বর্তমানে সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। তাদের মাসিক আয় এখন ৫-৭ হাজার টাকা। অন্যদিকে প্রকল্পের সেলাই প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে আরও অন্তত: ২৮২ জন নারী সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

হস্তশিল্প

বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বেই হস্তশিল্পের ব্যাপক কদর রয়েছে। স্বভাবগতভাবেই আমাদের দেশের নারীরা হস্তশিল্প যেমন- কারচুপি, টুপি ব্লক, বাটিক, বাঁশ, বেতের কাজ ইত্যাদি কাজে খুব আগ্রহী। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সুযোগ ও বাজারজাতকরণের নানামূখী সমস্যার কারণে আগ্রহে কিছুটা ভাটা পড়ায় প্রকল্পটি নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ দিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান করতে বাজার চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত ১৭৫ জন সদস্যকে হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৪৫ জন আইজিএটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করায় এদের দেখাদেখি আরও প্রায় ১০০ জন নারী হস্তশিল্প তৈরি করে বাজারজাত করছেন। তাদের উৎপাদিত পণ্য উপজেলা ও জেলা শহরে ক্রেতাদের কাছে পাইকারি দরে বিক্রি করছেন। তাদের আয় আগের চেয়ে মাসে অন্তত: ৩-৪ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডানদিক থেকে উপ-পরিচালক- এনডিপি, সাবেক পরিচালক (কর্মসূচি)-এনডিপি, মোঃ মাকছেদুল আলম, সহকারি প্রকল্প সমন্বয়কারি (পুষ্টি)-পিকেএসএফ প্রমুখ

বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান সেলাই প্রশিক্ষণ)

৩০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থী কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং নির্বাহী পরিচালক, এনডিপি'র কাছ থেকে সেলাই মেশিন গ্রহণ করছেন

ভ্রাম্যমান সেলাই প্রশিক্ষণটি সাধারণত: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সদস্য বা সদস্যের সন্তানদের জন্য বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আইজিএটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে বিনামূলে একটি সেলাই মেশিন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা অনেকেই নিজেদের পড়ালেখার খরচ চালানোর পাশাপাশি সংসারে বাড়তি আর্থিক যোগান দিচ্ছেন। কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হওয়ায় বিশেষ চহিদা সম্পন্ন ১২জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই মানসিকভাবে ও সামাজিকভাবে অগের চেয়ে অনেক ভাল আছেন। এদের মধ্যে ২/৩ জন নিজেকে প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলে অন্য আরো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নারীদের দর্জি হিসেবে তৈরি করতে চান যেন কোন প্রতিবন্ধকতাই তাদের সামনে বাধা হতে না পারে।

ময়নার নতুন জীবন

মোছা: ময়না খাতুন

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ময়না ২০১৮ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন। স্বপ্ন তার আকাশ সমান। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান একজন সরকারি উর্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- "একটা সময় সমাজ আমাকে স্বপ্ন দেখতে বাধা দিয়েছে, অপমানজনক কথা বলেছে। এমনকি পরিবার মন থেকে না চাইলেও আমার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কথা ভেবে কখনও কখনও পিছিয়ে যেতেন। আমি সামনে এগুনোর সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম। স্কুলে যেতাম কিন্তু বন্ধুরা আমাকে অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতো। তারা বলতো আমার জীবনে কোন স্বপ্ন থাকতে পারে না। কিন্তু না, **উজ্জীবিত প্রকল্প আমার মরে যাওয়া স্বপ্নগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে**। আমি এখন ভাবতে পারছি আমার স্বপ্নগুলোকে এগিয়ে নতে"।

পোশাক তৈরির অর্ডার নিচ্ছেন মোছা: ময়না খাতুন

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ময়নাকান্দি গ্রামের ময়না। সোস্যাল কর্মকর্তার মাধ্যমে ময়নার মা উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য হন ২০১৫ সালে। এখান থেকেই শুরু হয় ময়নার সাথে প্রকল্পের যোগাযোগ। বাবা মা স্বল্প মধ্যবিত্ত হলেও ময়না বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হওয়ায় পড়ালেখাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করতেন। এমতাবস্থায় ২০১৭ সালে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে প্রকল্প কর্তৃক এনডিপি'র বাগবাড়ি শাখায় ৩০ দিনব্যাপী বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান) সেলাইয়ের উপর ময়নাকে আরো ১১ জনের সাথে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণটি সফলতার সাথে শেষ করায় প্রকল্প থেকে তাকে বিনামূল্যে ১টি সেলাই মেশিন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয়। এরপর তিনি নিজেরসহ অন্যান্য শিশু ও নারীর জন্য বিভিন্ন ধরনের পোশাক বানানো আরম্ভ করেন। আয় করতে শুরু করেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা। বাবা মায়ের কাছ থেকে নিজের জন্য আর কোন খরচ নিতে হয় না। বন্ধুরাও তার প্রতি মনোভাব পাল্টিয়েছে। সে এখন হাসি খুশি।

পরিবারের সাথে মোছা: ময়না খাতুন

বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান) ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের সদস্যের সন্তানদের মধ্যে যেসব বেকার যুবক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে বা বিদ্যালয়ে যায় নাই তাদের মধ্যে থেকে ৩৮ জনকে ৩০ দিনব্যাপী বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান) ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃক এনডিপি'র জামতৈল এবং হাটিকুমরুল শাখায় কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুলের দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে টেষ্টার, কম্বিনেশন প্লেয়ার্স, নোজ প্লায়ার্স, কাটিং প্লেয়ার্স, হাতুড়ি, হ্যাকসহ ফ্রেম, স্ক্রু ড্রাইভার, ষ্টার ও ফ্লাট, মেজারিং ফ্রেম, রেঞ্জ, এ্যাভোমিটার ও ১টি ব্যাগসহ মোট ২০টি উপকরণ এবং নগদ ২,৫০০ টাকা প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে ৮ জন বেসরকারি চাকুরী করছেন এবং কেউ কেউ নিজেরা দোকান দিয়ে স্থানীয় বাজারে ব্যবসা শুরু করেছেন। তাদের গড় আয় বর্তমানে মাসিক ৭/৮ হাজার টাকা।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পভূক্ত অতিদরিদ্র পরিবারের যুব সদস্য/সদস্যদের দীর্ঘ মেয়াদী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরিবারের সংশ্লিষ্ট সদস্য, পরিবারের সুস্থ ও কর্মক্ষম অন্যান্য যুব সদস্য অর্থ্যাৎ স্বামী বা তার ছেলেকে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। মোট ৩০ জনকে কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুলে ৯০ দিনব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জনকে ১৫ জনের ২টি দলে ভাগ করে মোবাইল সার্ভিসিং এবং অটোমোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে কারিগরি বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সহায়তা করার পাশাপাশি উত্তীর্ণদের মাঝে কারিগরি বোর্ড কর্তৃক প্রদানকৃত সনদ বিতরণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২৩ জন বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকুরী করছেন এবং ৭ জন স্থানীয় বাজারে নিজেরাই দোকান করে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। প্রতি মাসে গড়ে তাদের আয় ১০-১২ হাজার টাকা।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বদলে দিল রাকিবের জীবন

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ ইউনিয়নের বাঐতারা গ্রামের কিশোর মোঃ রাকিব হাসান (১৪)। এই বয়সে ব্যাস্ত থাকার কথা পড়ালেখা আর খেলাধুলা নিয়ে। কিন্তু ভাগ্য তার বিবিধাম। গরীব পরিবারে জন্ম নেওয়া বাবা কোরবান আলীর কোন জমিজমা নেই। রিক্সা চালিয়ে কোনরকমে জীবন ধারন করেন। মা বিলকিছ বেগম ৩ ছেলে ২ মেয়েসহ ৭ জনের পরিবারের সাংসারিক কাজ একাই সামলে নেন। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্তানের পড়ালেখা চালিয়ে নেওয়া বাবা কোরবান আলীর পক্ষে খুব কঠিন হচ্ছিল।

রাকিব তার মালিকের গ্যারেজে সিএনজি মেরামত করছেন

রাকিব সবার বড় সন্তান। তাই সংসারের কষ্টের কথাও ভাবতে শুরু করে। তাই কিশোর বয়সেই পড়াশুনা বন্ধ করে ২০১৬ সালে প্রতিদিন ৫০ টাকা ও দুপুরের খাওয়ার বিনিময়ে সিরাজগঞ্জ সদরের কড্ডার মোড়ে মোটর সাইকেল ও সিএনজি গ্যারেজে শ্রমিকের কাজ নেয়। কোনরকমে দিন চলতে থাকে রাকিবদের পরিবারের।

মা বিলকিছ বেগম এনডিপি বাস্তবায়িত ঋণ সহায়তা কর্মসূচি'র সয়দাবাদ শাখার হাসনাহেনা উজ্জীবিত মহিলা সমিতির সদস্য। প্রকল্পের সদস্য হওয়ায় টেকনিক্যাল অফিসার মোঃ হাফিজুর রহমান বিলকিছ বেগমের সাথে তার সংসারের অর্থনৈতিক বিষয়ে কথা বলেন এবং রাকিব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। তিনি তখন রাকিবদের বাড়িতে গিয়ে রাকিবের বাবার কাছে প্রকল্প কর্তৃক ৯০ দিনব্যাপী মোটর সাইকেল মেরামত প্রশিক্ষণের বিষয়ে জানান এবং রাকিবকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বলেন। তিনি সম্মতি দিলে রাকিব প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হন।

কারিতাস স্কুলের মাধ্যমে ৯০ দিনব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করে রাকিব ফিরে আসেন আগের কর্মস্থলে। বদলে যায় জীবন। কোর্স পরবর্তী দক্ষতা দেখে গ্যারেজ মালিক রাকিবকে ৬ হাজার টাকা মাসিক বেতন ধার্য করে নতুনভাবে নিয়োগ দেন। ২০১৬ সালের শেষের দিকে কারিগরি বোর্ড থেকে চলে আসে রাকিবের প্রশিক্ষণ কোর্সে উত্তীর্নের সনদ। সনদ গ্যারেজ মালিককে প্রদর্শনের পরপরই মালিক তাকে খুশি হয়ে আরও ২ হাজার টাকা বেতন বাড়িয়ে দেন। চোখে তার তৃপ্তির ছায়া।

রাকিব বর্তমানে তার বেতন থেকে ৫ হাজার টাকা বাবা মাকে দেন এবং অবশিষ্ট ৩ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে থাকেন। বাবার আয় ও রাকিবের আয় মিলে সংসার ভালোভাবে চলতে থাকে। সঞ্চয়ের টাকা থেকে ৪ কক্ষ বিশিষ্ট একটি টিনের ঘর তৈরি করার পাশাপাশি ২টি ছাপড়া ঘর তৈরি করেছেন। তার একটিতে রাখা হয় ২টি গরু। গরু ২টির বর্তমান মূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। রাকিব এবার ভোকেশনাল কোর্সের ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হবে। রাকিবের অন্য ভাইবোন সকলেই এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়, প্রাইভেট পড়ে এবং ভালো ফলাফল করছে। সকলের মুখেই এখন প্রাণের হাসি। **রাকিব এখন নিজেই একটি গ্যারেজ করার স্বপ্ন দেখছে।**

২. টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ

প্রকল্পের টেকনিক্যাল কর্মকর্তা মো. হাফিজুর রহমান গরুকে টিকা খাওয়াচ্ছেন

অতিদরিদ্র সদস্যদের গৃহপালিত বিভিন্ন প্রাণির উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে এবং রোগ প্রতিরোধ করতে টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানো কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপজেলা ও জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে সময়মত ছাগল ও ভেড়ার জন্য পিপিআর, মুরগীর জন্য আরডিভি এবং মুরগির বাচ্চার জন্য বিসিআরডিভি টিকা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া টেকনিক্যাল কর্মকর্তা নিয়মিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানোর ব্যাপারে সচেতন করায় প্রকল্প এলাকায় প্রাণি মৃত্যু হার অনেক কমে গেছে এবং সদস্যরা আগের চেয়ে লাভবান হচ্ছেন। ফলে বেশির ভাগ সদস্যই এখন নিজ উদ্যাগে সময়মত সকল প্রকার টিকা নিশ্চিত করছেন।

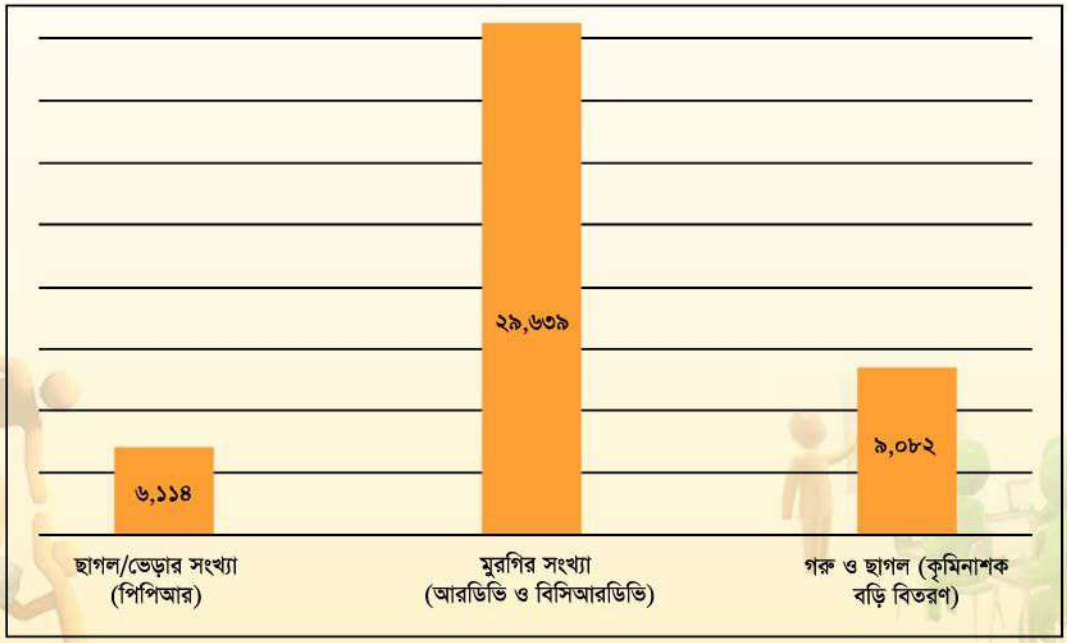

৩. অনুদান

মানুষের দক্ষতা ও আর্থিক সক্ষমতা একেক জনের একেক রকম হওয়ায় সকলকে একই ধরনের সহায়তা দিয়ে উপযুক্ত কর্মে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। তাই প্রকল্প কর্তৃক অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ বিবেচনা করে অতিনাজুক পরিবারের সদস্যদেরকে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, কেঁচো সারের খামার স্থাপন ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ, দেশি মুরগীর খামার স্থাপন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কবুতর পালন, ব্রয়লার পালন, জমি বন্ধকী ও বছর ব্যাপী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ, আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদির উপর অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি আইজিএতে কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এ পর্যন্ত মোট ১৭৬ জনকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। অনুদান পরবর্তী ফলোআপের ফলে অনুদান ভিত্তিক আইজিএ বাস্তবায়নকারী সদস্যদের মাসিক আয় আগের তুলনায় ৭-১০ হাজার টাকা বেড়েছে। সংসারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ফেরায় নতুন এই প্রযুক্তিগুলোকে তারা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছেন। অথচ সামান্য অনুদান এবং প্রশিক্ষণের অভাবে তারা তাদের মেধা ও শারীরিক সক্ষমতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছিলেন না। প্রকল্প কর্তৃক এই উদ্যোগের ফলে তাদের সামাজিক ও আর্থিক দুই অবস্থারই পরিবর্তন হয়েছে। তাই বলা যায়-**"একটুখানি উদ্যোগ আর একটু চেষ্টা, দুই মিলে হয় সফলতা"**।

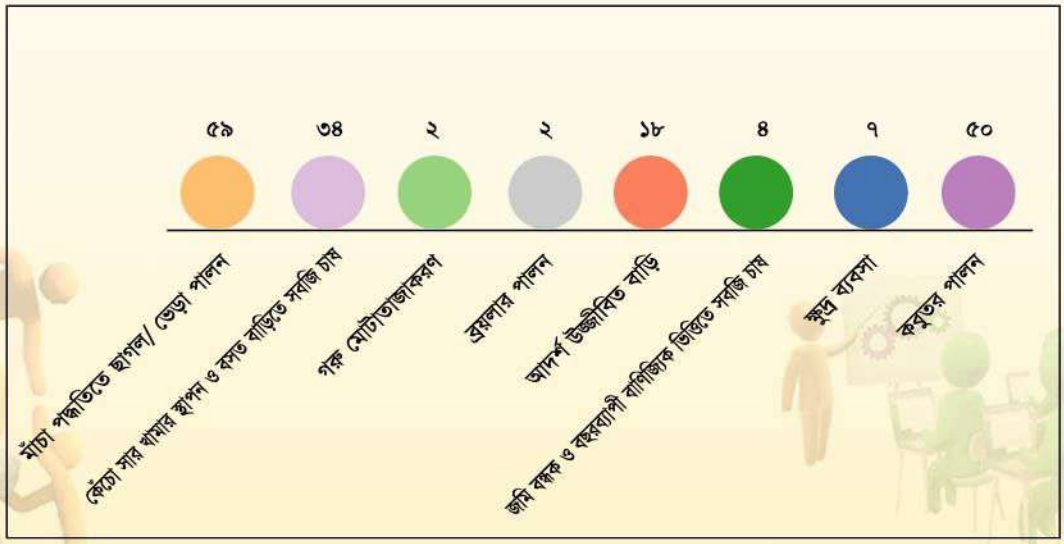

প্রকল্প কর্তৃক অনুদান প্রদানের চিত্র

মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন

পর্যাপ্ত জায়গা ও চারণ সুবিধার কারণেই বাংলাদেশে গ্রামে ছাগল ও ভেড়া পালন বেশি পরিলক্ষিত হয়। শত শত বছর ধরে এই ধারা অব্যাহত আছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ ছাগল ও ভেড়া পালনে তাদের পুর্ব পুরুষের পদ্ধতির খুব বেশি পরিবর্তন করেননি। প্রকল্পটি তাই সময়ের সাথে মানুষের চাহিদার সমন্বয় রেখে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদাবান করতে অনুদানের মাধ্যমে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালনের উপর অনুদান ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে সদস্যদের অবশ্যই ৪টি ছাগল পালন করতে হয়। এর মধ্যে নিজ অর্থে ২টি ছাগল ক্রয় করতে হয় এবং বাকি ২টি ছাগল অনুদান হিসেবে প্রকল্প থেকে প্রদান করা হয়। এছাড়া তাকে ৪টি ছাগল/ভেড়া রাখার জন্য ৬ X ৪ হাত মাপের একটি মাঁচা তৈরি করতে হয়, নিয়মিত টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়াতে হয়, পতিত জমি বা পুকুর পাড় বা জমির আইলে ঘাস চাষ করতে হয়, আন্ত: প্রজনন প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং একটি খাতায় যাবতীয় খরচ ও আয়ের হিসাব রাখতে হয়। এ পর্যন্ত মোট ৫৯ জনের প্রত্যেককে ৮ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সার্বিক সহযোগিতা ও নিয়মিত ফলোআপের ফলে আগের চেয়ে রোগ বালাই ৭০/৮০ ভাগ কমে গেছে। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক ছাগল/ভেড়া পালন করা যায়। ১টি ছাগল/ভেড়া বছরে কমপক্ষে ৪-৬টি সুস্থ বাচ্চা দেয় তাই পদ্ধতিটি অনুসরন করায় সদস্যরা দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। পদ্ধতিটি অনুসরন করায় আগের চেয়ে বাৎসরিক কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা বাড়তি আয় করছেন। এছাড়া গরু মোটাতাজাকরণের জন্য ২ জনকে ৭ হাজার টাকা করে মোট ১৪ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এদের দেখাদেখি ৭২ জন প্রকল্পের সহযোগিতায় ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করছেন।

কেঁচো সার খামার স্থাপন ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ

কেচোকে প্রকৃতির লাঙ্গল বলা হয়। কেঁচো সার ব্যবহারে ফসল উৎপাদনে যেমন খরচ কম তেমনি ফলন বেশি হওয়ায় লাভ বেশি হয়। অথচ কিছুদিন আগেও এই সারের উৎপাদন, ব্যবহার এবং উপকারিতা সম্পর্কে কৃষকরা না জানায় এর ব্যবহারিক প্রয়োগ তেমন ছিলো না। ফলে দিন দিন জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির উর্বরতা শক্তি যেভাবে হ্রাস পাচ্ছিল তা থেকে জমিকে রক্ষা করতে প্রকল্পটি কেঁচো সার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এছাড়া বসতবাড়িতে সবজি চাষে কেঁচো সার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে প্রকল্প থেকে সদস্যদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। অনুদান পেতে সদস্যদের কমপক্ষে ১টি গরু থাকতে হয় এবং সবজি চাষের জন্য উপযোগী জমি/জায়গা থাকতে হয়। এছাড়া কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত গাইড লাইন মানতে হয়। এ পর্যন্ত মোট ৩৪ জনকে ৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বসতবাড়িতে সবজি চাষে সদস্যগণ ভালো ফলাফল পাওয়ায় তারা এখন তাদের অন্যান্য জমিতেও কেঁচো সার প্রয়োগ করছেন। এছাড়া বাজারে চাহিদা থাকায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করে বাড়তি আয় করছেন। অন্যদিকে কার্যক্রমটির দেখাদেখি আরও ৭০

জন নিজ উদ্যোগে কেঁচো সার উৎপাদন করছেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাজারজাত করছেন। অনুদানপ্রাপ্ত সদস্যগণ কেঁচো সার খামার স্থাপন করে বসতবাড়িতে সবজি চাষ করে নিজেদের পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে বাড়তি আয় হিসেবে বছরে কমপক্ষে ৫ হাজার টাকা আয় করছেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য মোছা: রেনুকা বেগম কেঁচো সার উৎপাদন করছেন

জমি বন্ধক ও বছরব্যাপী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও দরিদ্র শ্রেণীর পরিবারগুলো বছরের অনেকটা সময় শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কখনও শ্রম বিক্রি করতে না পারলে ঐ সব পরিবার সমূহকে খুব কষ্টে দিন কাটাতে হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য প্রকল্প কর্তৃক ৪ জনকে ৮ হাজার টাকা করে মোট ৩২ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এখান থেকে তারা নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় শাক সবজির চাহিদা মেটানোর পর অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করে বছরে ১০-১৫ হাজার টাকা লাভ করছেন। ফলে শ্রম না থাকা সময়কালীন আর সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। অথচ অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক দৈন্যতার কারণে এই সকল সদস্যদের এক সময় জমি বন্ধকী রাখা সম্ভব হত না।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য মোছা: আম্বিয়া খাতুন এর স্বামী বন্ধকী জমিতে সবজি চাষ করছেন

আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি

সদস্যদের বাড়ির আশেপাশের ফাঁকা জায়গাকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে প্রকল্পটি আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। একটি বাড়ি হবে বাড়তি আয়ের কেন্দ্র বিন্দু। এ ধারনা থেকেই কার্যক্রমটি হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সংসারের জন্য বাড়তি আয়ের উৎস তৈরি হচ্ছে এবং বাড়ির সোন্দর্য্য পাচ্ছে। কার্যক্রমটির আওতায় এ পর্যন্ত ১৮টি পরিবারের প্রত্যেককে ৮ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি তৈরিতে নিম্নে বর্ণিত কম্পোনেন্টগুলো বাস্তবায়ন করা হয়:

১. বসবাসের ঘর
২. গরু মোটাতাজাকরণ
৩. বেডে সবজি চাষ
৪. মাঁচায় সবজি চাষ
৫. কবুতর পালন
৬. ভার্মি কম্পোষ্ট
৭. মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন
৮. দোতলা পদ্ধতিতে মুরগী পালন
৯. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা
১০. গোড়া পাকা টিউবওয়েল (আর্সেনিকমুক্ত)
১১. টিপিট্যাপ পদ্ধতি
১২. আদর্শ পুকুর
১৩. ফুলের বাগান
১৪. ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষ

আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি

কবুতর ও ব্রয়লার পালন

স্বল্প পুঁজিতে কবুতর পালন লাভজনক একটি আইজিএ। বাড়িতে ঘরের কোনায় খোপ তৈরি করে এই আইজিএটি খুব সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। শুধু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আর সামান্য অনুদানের মাধ্যমে কবুতর পালন অতিদরিদ্র নারীদের মাঝে প্রসার ঘটানো সম্ভব। এই সম্ভাবনা বিবেচনা করে এ পর্যন্ত মোট ৫০ জনকে অনুদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও অনুদান গ্রহণের পর কবুতর পালন ব্যবস্থাপনা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। তাদের বাৎসরিক আয় কমপক্ষে ৮-১০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ব্রয়লার পালনে ২ জনকে ২০ হাজার টাকা করে মোট ৪০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাদের আয়ও বাৎসরিক কমপক্ষে ২৫-৩০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্ষুদ্র ব্যবসা

যে সকল সদস্যের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক আইজিএ বাস্তবায়নের সুযোগ নেই, তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করতে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য পুঁজি হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। অনুদানের পর এদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে ঋণ সহায়তা দিয়ে ব্যবসাকে জোরদার করতে নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৭ জনকে ৮ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে এবং তারা প্রত্যেককে কমপক্ষে ৮ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। এই অনুদানটি সবজি বিক্রি, মুদি দোকান, চাল বিক্রি, প্লাষ্টিক সামগ্রী বিক্রি, মসলা বিক্রি, ব্রয়লার মুরগী ও ডিম বিক্রি এই ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য দেওয়া হয়েছে। ব্যবসার মূল ধন অল্প হওয়ায় পণ্যসমূহ নগদে বিক্রি করা হচ্ছে এবং নিয়মিত খাতায় ক্রয় বিক্রয় ও আয়ের হিসাব লিখে রাখা হচ্ছে। প্রকল্পের সহযোগিতায় অনুদান ছাড়াও ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে আরও অন্তত: ২ জন নারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন।

নাজমা এখন অন্য নারীর প্রেরণা

মোঃ আজম খান (পিও-টেকনিক্যাল) যখন নাজমা বেগমের (৩৫) বাড়িতে যান তখন তিনি অসুস্থ স্বামীর পরিচর্যা করছিলেন। বাড়িতে ঢুকতে নাজমা আপা বাড়িতে আছেন বলে ডাক দিতেই তিনি বের হয়ে এসে আজমকে বসতে দিলেন। আজম খেয়াল করে দেখেন, স্বামী বাড়ির উঠানে অসুস্থ শরীরে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতেই নাজমা বেগম বললেন- আল্লাহ ভালোই রাখছে। আমরা গরীব মানুষ, কত আর ভালো থাকবো? স্বামী অসুস্থ, টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। ছেলে মেয়েদের ঠিকমত পড়ালেখা করাতে পারছি না। যাইহোক, কিসের জন্য এসেছেন বলেন? আজম বললেন, আপা আপনি তো আমাদের সদস্য। শুনলাম ভাই অসুস্থ. তাই আপনার সাথে একটু কথা বলতে এসেছি। কথা বলার এক পর্যায়ে তাকে মুদি দোকানের ব্যবসার প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি হয়ে যান।

প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ করছেন বিসিএএস এর প্রতিনিধিগণ

নাজমা প্রকল্পের সাথে আছেন ৩ বছর। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৭ সালের মে মাসে ৮ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে মুদি দোকানের ব্যবসা দাড় করাতে নাজমাকে সহায়তা করা হয়। নাজমা মুদি ব্যবসায়ী হিসেবে নতুন কর্ম জীবন শুরু করেন। বেঁচা বিক্রি ভালো হতে থাকে। মাসে সব খরচ বাদে ৮-৯ হাজার টাকা আয় হয়। মনে জোর আসে। স্বামীর চিকিৎসার পাশাপাশি ছেলে মেয়েরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে। কিছু কিছু করে সঞ্চয়ও করেন। দোকানের মালামাল বাড়তে থাকে। কিছুদিন আগে ৩-৪ হাজার টাকা খরচ করে মুদি দোকানের সাথে একটি চায়ের দোকান দিয়েছেন। বর্তমানে দোকানের পুঁজি প্রায় ২৭ হাজার টাকা। নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন তিনি। ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। মানুষের মত মানুষ করতে চান। স্বামীর চোখেও আনন্দাশ্রু।

৪. সবজি বীজ বিতরণ ও আধা বাণিজ্যিক সবজির খামার

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য মোছা: জরিনা খাতুন আধা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ করছেন

বিতরণকৃত সবজি বীজ চাষাবাদ করে বসতবাড়িকে উৎপাদনশীল করার মাধ্যমে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি উপার্জনের পথ তৈরি করতে আইজিএটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এজন্য যেসব সদস্যের বাড়িতে সবজি চাষের জন্য জায়গা ফাঁকা আছে সেসব সদস্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত মোট ৩৯,৮৬০টি পরিবারের মাঝে রবি ও খরিপ মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃক মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের বীজ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যকে রবি এবং খরিপ মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের বীজ ক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। রবি মৌসুমে সদস্যরা যে ধরনের বীজ চাষ করে সেগুলো হলো- দেশী লাউ, মিষ্টি কুমড়া, মূলা, টমেটো, পালংশাক, লালশাক ইত্যাদি। অন্যদিকে খরিপ মৌসুমে চাষকৃত সবজি হলো- করলা, ধুন্দল, চিচিংগা, বরবটি, বেগুন, ডাটাশাক, লালশাক, পুঁইশাক ইত্যাদি। এ পর্যন্ত ৮৯০ জন সদস্য আধা-বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ করে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

আধা বাণিজ্যিক সবজি খামার স্থাপনে যে সব সদস্যদের বাড়ির পাশে ৪-৫ শতাংশ পতিত জমি আছে প্রকল্প থেকে তাদেরকে আনুপাতিক হারের চেয়ে ৪-৫ গুন বেশি বীজ দেয়া হয়। উজ্জীবিত এবং আরইআরএমপি-২ উভয় সদস্য আধা বাণিজ্যিক সবজি বীজ পেয়ে থাকেন। এছাড়া পুষ্টি গ্রামের সকল খানায় মৌসুম ভিত্তিক সবজি বীজ প্রদান করা হচ্ছে।

বিভিন্ন মৌসুমে সবজি বীজ প্রদানের ফলে তাদের বাড়ির আঙ্গিনায় এবং বাড়ির পাশে পতিত জায়গাগুলো সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে। সবজির ভাল উৎপাদনের জন্য কেঁচো সার ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে সদস্যদের মাঝে সবজি চাষের ব্যাপকতা লাভ করছে এবং নিজেদের পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত সবজি বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

গ. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম

অতিদরিদ্র নারীদের দারিদ্র্যতা হ্রাসে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পটি আশির্বাদস্বরূপ। শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করতে এবং নারীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে ভ্রান্ত ধারনা (দামি ফল, মাছ, মাংস কিনতে না পারায় তারা অপুষ্টিতে ভোগেন) দুর করতে প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্পের সদস্যদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়ায় পুষ্টিহীনতার হার ৬০% হ্রাস পেয়েছে। এই ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে ৫ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

১. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি
২. ১০০০ দিনের সেবা
৩. গ্রোথ মনিটরিং
৪. অপুষ্টি সনাক্তকরণ ও রেফারেল
৫. পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষায়িত কার্যক্রম

চর নিশিবয়ড়া কিশোরী ক্লাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সেশন

১. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি

প্রকল্পের আওতাভূক্ত নারীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করতে সমিতি ভিত্তিক দলীয় সেশন আয়োজন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৬,০১২টি দলীয় সেশন আয়োজন করা হয়েছে। সেশনে ০-৬ মাস বয়সী বাচ্চাদের ওজন ও উচ্চতা, ৭-৫৯ মাস বয়সী বাচ্চাদের মুয়াক পরীক্ষা, কিশোরীদের সাধারণ ও ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, গর্ভবতীর সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্ত স্বল্পতা, মুয়াক, দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বুকের দুধের অপরিহার্যতা, শিশুর ৬ মাস পরবর্তী অতিরিক্ত খাবার এবং সবার জন্য উন্মুক্ত হিসেবে রান্নার আদর্শ পদ্ধতি, সজনে, লেবু ও মৌসুমি ফলের গুনাগুন, আয়োডিনযুক্ত লবন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাস, মুরগী, গরু, ছাগল পালন, ডিম, দুধ, বাল্যবিবাহের কুফল, যৌতুক প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। ফলে প্রকল্প এলাকায় অপুষ্টি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাজনিত রোগ ৬০% কমে গিয়েছে।

পিও সোস্যাল স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন বিষয়ক সেশন পরিচালনা করছেন

২. ১০০০ দিনের সেবা

গর্ভকাল থেকে শিশুর ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত গর্ভবতী নারী, দগ্ধদানকারী মা ও শিশুর প্রতি যত্নের বিষয়ে সচেতন করতে এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

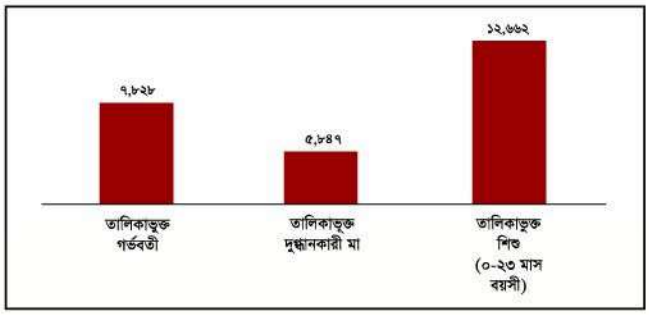

গর্ভবতীর স্বাস্থ্য সেবা

"সন্তান যদি সুস্থ চান, গর্ভবতীর যত্ন নেন"। একজন সুস্থ গর্ভবতীই একটি সুস্থ ও সবল শিশু জন্ম দিতে পারেন। অথচ জন্মের পর ছোট শিশুর যত্ন নিতে আমরা যতটা আগ্রহী, ততটা আগ্রহী নই গর্ভবতীর যত্নের প্রতি। ফলে মা ও শিশু দুজনই অপুষ্টিসহ নানা রোগে ভোগেন। এই সকল সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য গর্ভবতী নারীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭,৮২৮ জন গর্ভবতীকে প্রকল্পের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। গর্ভবতী নারীরা দুই সপ্তাহ পর পর নির্দিষ্ট দিনে দলীয় সেশনে অংশগ্রহণ করে প্রকল্পের সোস্যাল কর্মকতার কাছ থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করেন। এছাড়া গর্ভবতীদের তালিকা করে সোস্যাল কর্মকর্তাগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে গর্ভকালীন ৫টি বিপদ চিহ্ন, সাধারণ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সন্তান প্রসবের সঠিক সময় ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করেন। ফলে সন্তান জন্মের পর মা ও শিশু অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন এবং মা এবং শিশু মৃত্যুর হারও প্রায় শুন্যে নেমে এসেছে।

পিও সোস্যাল গর্ভবতীর স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করছেন

দুগ্ধদানকারী মায়ের (০-৬ মাস বয়সী শিশুর মা) স্বাস্থ্য সেবা

মায়ের দুধে সকল রোগের প্রতিষেধক আছে। জন্মের পর শিশুর জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নাই। প্রকল্পটি তাই ০ থেকে ৬ মাস বয়সী শিশুর জন্য মায়ের দুধের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করতে দুগ্ধদানকারী মায়েদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এজন্য সন্তান জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত পূর্ণ পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ঠিকমত যত্ন নিশ্চিত করতে নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। এ সময়কালীন শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে মায়েদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এছাড়া জন্মের পর পরই পোলিও টিকা খাওয়ানো এবং বিসিজি, ওপিভি, প্যান্টা ভ্যালেন্ট, পিসিভি, রোটা ভাইরাস, ইনফুয়েঞ্জা টিকা দেওয়ার পরামর্শসহ ফলোআপের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। কার্যক্রমটির মাধ্যমে মোট ৩,১৬০ জন মাকে ০ থেকে ৬ মাস বয়সী শিশুর দুগ্ধদান নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকার লক্ষ্যিত শিশুগুলোর ৯০% রোগ বালাই কম হচ্ছে। এতে সন্তান ও মা দুজনই সুস্থ থাকছেন এবং তাদের মধ্যে আত্মার সম্পর্কও নিবীড় হচ্ছে।

শিউলি বালা ও তার সুস্থ সন্তান

০ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুর স্বাস্থ্য সেবা

শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ৬ মাস পর থেকে অতিরিক্ত পুষ্টির জন্য আবশ্যকীয় খাদ্য এবং অন্যান্য পরিচর্যা সম্পর্কে সচেতন করতে প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। ৬ মাস থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুদের গ্রোথ মনিটরিং কার্ড প্রদানের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন, ওজন, উচ্চতা, ইডিমা, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, বাচ্চার বুকের দুধ খাওয়ানো চলমান কিনা, নিয়মিত বাড়তি পরিপুরক খাবার, নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়া বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। তীব্র অপুষ্টি ও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত শিশুকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির জন্য রেফার করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪৭ জন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত শিশুকে রেফারের মাধ্যমে হাসপাতালে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে শতকরা প্রায় ৮০% মায়েরা তাদের শিশুদের প্রতি যত্নশীল হয়েছেন এবং ঠিকমত পরিচর্যা করায় শিশুদের অপুষ্টিতে আক্রান্তের হার কমে গেছে।

মোছা: সাজেদা খাতুন শিশুকে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার খাওয়াচ্ছেন

লাবনীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার গল্প

শ্রীমতি লাবনী রাণীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন পিও সোস্যাল

শ্রীমতি লাবনী রাণী মন্ডলের কোলজুড়ে এক রাজপুত্র। খুশিতে সব সময় তার মন ভরে থাকে। স্বামীর সাথে খুব ভাব। স্বামীর কাছে রাজপুত্রের জন্য সবসময় বায়না ধরেই থাকেন। আমার সোনার এই লাগবে, ঐ লাগবে, এটা করবে, ওটা করবে ইত্যাদি। স্বামীও যেন স্ত্রীর আহ্লাদের মাত্রা বাড়িয়ে দেন বায়না পূরণ করে।

হঠাৎ করেই আবার লাবনীর মন খারাপ হয়ে যায়। আনমনা হয়ে ভাবতে থাকেন বাচ্চার অসুখ-বিসুখ নিয়ে। মনে পড়ে যায় প্রথম সন্তানের কথা। প্রতিবন্ধী হিসেবে প্রথম সন্তান জন্মদানের দুই মাস পরেই মারা যায়। তাই প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই লাবনী সন্তানের কপালে কালো টিপ পড়িয়ে দেন। বাড়ির এবং প্রতিবেশিদের বলেন- আমার সোনা রাজপুত্র।

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ ইউনিয়নের গার্মেন্টস কর্মী লাবনী দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাশুড়ির (প্রকল্পের সদস্য) মাধ্যমে পিও (সোস্যাল) মোছাঃ আরিফা খাতুনের সাথে যোগাযোগ করেন। আরিফা তাকে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশনে উপস্থিত হতে বলেন। লাবনী নিয়মিত সেশনে উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন শিশু জন্মের আগে ও পরে কিভাবে শিশুর যত্ন করতে হয়, কিভাবে পুষ্টির যোগান দিতে হয়। লাবনী স্বাস্থ্য বিষয়ক কোন সেশন মিস করেননি। এমনকি প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত বিনামূল্যে প্রদানকৃত স্বাস্থ্য ক্যাম্পগুলোতেও নিয়মিত যেতেন।

ফলাফল পান হাতে নাতে। ২০১৪ সালের শুরুর দিকের কথা। জন্ম দেন সুস্থ সবল শিশু। এখন তার বয়স সাড়ে ৩ বছর। রাজপুত্রটি মায়ের সাথে হাসে আর খেলে। মা যেন রাজ্যের সকল সুখ খুজে নেন। এই সন্তানকে দিয়েই ভুলে থাকতে চান অতীতকে। সন্তানকে নিয়ে এখন অনেক বড় স্বপ্ন দেখেন তিনি।

৩. গ্রোথ মনিটরিং (২৪ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশু)

২৪ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়স শিশুদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে শরীর ও মনের বিকাশ না ঘটলে পরবর্তীতে তা আর পূরণ করা সম্ভব হয় না। আর এই সময়েই শিশুরা সাধারণত: বেশি অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে। দেখা যায় বেশিরভাগ পরিবারের সচেতনতার অভাবে শিশুরা অপুষ্টির স্বীকার হয় এবং তা পরবর্তীতে মারাত্মক আকার ধারণ করে থাকে। অথচ একটু সচেতন হলেই অপুষ্টির হাত থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করা সম্ভব। তাই প্রকল্পটি শিশুদের এই অনাকাংক্ষিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে নানা ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দলীয় সেশনে এবং বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনকালে দিনে ৩ বার ভারী খাবার ও ২ বার পুষ্টিকর নাস্তা, মুয়াক, ওজন, উচ্চতা, ইডিমা, কৃমিনাশক ট্যাবলেট, নিজে হাতে খাওয়ানোর অভ্যাস, বুদ্ধি বিকাশে শাক সবজি মিশ্রিত খিচুরি, স্বাস্থ্য অভ্যাস (দুই হাত সাবান দিয়ে ধোয়া, নখ কাটা, পায়খানা ব্যবহারে স্যান্ডেল ব্যবহার করা, খোলা জায়গা পায়খানা না করা) ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। ফলে পরিবারসমূহ সচেতন হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় শিশু অপুষ্টির হার প্রায় ৮০% হ্রাস পেয়েছে।

শিশুদের গ্রোথ মনিটরিং করছেন পিও সোস্যাল

৪. অপুষ্টি সনাক্তকরণ ও রেফারেল

মুয়াক টেপ পদ্ধতি ব্যবহার করে গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী ও শিশুর অপুষ্টির মাত্রা নির্ণয় করা হয়। মাঝারি অপুষ্টিতে আক্রান্তদের প্রকল্পের সোস্যাল কর্মকর্তার মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে। তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত সদস্যদের স্লিপ কার্ডের মাধ্যমে উপজেলা সদর হাসপাতাল এবং জেলা সদর হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬৫ জনকে রেফারেলের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে এই সব রোগীরা মারাত্মক ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের অন্য সদস্যগণও তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত হলে করণীয় সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।

হাসপাতালে রেফারকৃত অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুকে সেবা দিচ্ছেন সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ এমবিবিএস ডাক্তার

৫. পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষায়িত কার্যক্রম

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষায়িত কার্যক্রম অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এই কার্যক্রমটির মাধ্যমে ২৮টি পুষ্টি গ্রাম, ৬৮টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফোরাম ও ৩৮টি কিশোরী ক্লাবে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশন, প্রজনন স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

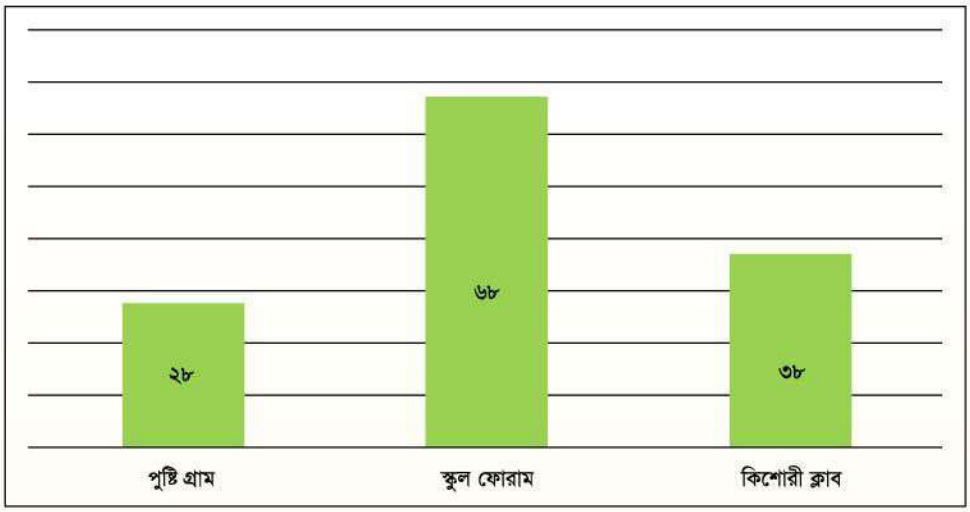

পুষ্টি গ্রাম

গ্রামে বা মহল্লায় বসবাসরত জনসাধারণকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে অপুষ্টি সমস্যাকে হ্রাস করতে কমপক্ষে ৪০টি বাড়ি আছে এমন ২৮টি গ্রামকে পুষ্টি গ্রাম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পুষ্টি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে সারা বছর কম বেশি সবজি চাষ ও গরু/ছাগল/হাঁস-মুরগী পালন, আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নলকুপের গোড়া পাকা, টিপিট্যাপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি বাড়িতে কমপক্ষে একটি করে লেবু, সজনে /আমলকি/ আমরা, পেঁপে, পেয়ারা ও মরিচ গাছ রোপণে সোস্যাল কর্মকর্তাগণ উৎসাহিত করে থাকেন। পুষ্টি গ্রামে ৬ মাস পর্যন্ত বয়সী সকল শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করা ও ৬ মাস পরবর্তী শিশুর জন্য বাড়তি খাবারের পাশাপাশি ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো চলমান রাখা, নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, স্থানীয় হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর সহায়তায় সকল গর্ভবতী নারীর নিরাপদ সন্তান প্রসব করানোর জন্য উৎসাহিত করা, সকল শিশু ও কিশোরীদের সময়মত টিকা প্রদান নিশ্চিত করা, সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতন করা এবং ৬ বছর বা তদুর্ধ বয়সী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা ও ঝরেপড়া রোধে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩৮টি উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। কিশোরী ক্লাবের সদস্যরাই পুষ্টি গ্রামের পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম ফলোআপ করে থাকে।

উজ্জীবিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফোরাম

পোড়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাধ্যমিক স্কুল ফোরামের সদস্য ও প্রধান শিক্ষক মো: আবু বক্কার সিদ্দীক

অপুষ্টির কারণে একদিকে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে, অন্যদিকে পড়ালেখায় অমনোযোগি হয়ে পড়ছে। এমনকি বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। এই বিপুল সংখ্যক শিশুদেরকে সঠিক খাদ্যভ্যাস, ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, গ্রোথ মনিটরিং, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করতেই এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণি থেকে ৫ জন ছাত্র/ছাত্রী করে মোট ২৫ সদস্যের ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বেচ্ছাসেবক দল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণি থেকে ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ২৫ সদস্যদের ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে। মোট ৬৮টি উজ্জীবিত বিদ্যালয় ফোরামে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। সেশনে নিরাপদ পানি, আমিষ জাতীয় খাবার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, ভিটামিন এ এর উৎস, আয়োডিনের উৎস, শর্করা জাতীয় খাবার ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ে পুষ্টি কর্ণার স্থাপনের লক্ষ্যে ১টি ওজন মেশিন, পেনাফেক্স তৈরি করে ১টি উচ্চতা মাপার ফিতা এবং ১টি ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি চার্ট এবং ১টি আদর্শ খাদ্য তালিকা প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ায় মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।

উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব

পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে কিশোরীদের সচেতন করতে ও কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোরীদের স্বাস্থ্য প্রসারক হিসেবে গড়ে তুলতে মূলত: উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। গ্রামের বা মহল্লার অবিবাহিত ১২-১৮ বছর বয়সী প্রতিটি ক্লাবে ২৫-২৮ জন কিশোরী নিয়ে ৩৮টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। কিশোরীদের সুবিধামত সময়ে সপ্তাহে কমপক্ষে ১দিন করে মাসে অন্তত: ৪টি সেশন পরিচালনা করে। সেশনে খেলাধুলা, গান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বই পড়া, কবিতা লিখন, আবৃতি চর্চা প্রভৃতি বিষয় অনুশীলন করানো হয়। পিও সোস্যাল মাসে যেকোন ১দিন সেশনে পরিচালনা করেন। এছাড়া সেশনে আদর্শ সুষম খাবার, রান্নার আদর্শ পদ্ধতি, অপুষ্টির ধরণ, কারণ ও প্রতিকার, বাল্যবিবাহের কুফল ও বাল্যবিবাহের সাথে অপুষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া কিশোরীরা যেমন ৩ মাস পর পর পুষ্টি গ্রামে সবজি চাষ ও ঔষধি গাছ লাগাতে উৎসাহিত করেন তেমনি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়েও সচেতন করে থাকেন। এছাড়া প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর কমিউনিটি ক্লাব এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহায়তায় স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বছরে অন্তত: ১ বার সদস্যদের জন্য পিকনিক অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। আবার কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, ইভ টিজিং প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ হচ্ছে এবং কিশোরীরা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হচ্ছে ও নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে সাধারণ সমস্যাগুলো দুর করছে।

কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও প্রজনন বিষয়ক কার্যক্রম

উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের পুষ্টি ও সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব এর কিশোরীদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও প্রজনন এবং সামাজিক সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রসারক হিসেবে গড়ে তুলতেই মূলত: কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিশোরী ক্লাবের নির্বাচিত কিশোরীদের নিয়ে দিনব্যাপী কার্যক্রমে কিশোরী বয়সে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শারীরিক পরিমাপের ব্যবহারিক অনুশীলন, সামাজিক ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ, কিশোরীদের জীবনদক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ করানো হয়। ১০টি কিশোরী ক্লাব থেকে নেতৃত্বদানকারী মোট ২১ জন কিশোরীকে এ প্রশিক্ষণটি প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে তারা তাদের ক্লাবে নিয়মিত পুষ্টি ও সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নে প্রসারক হিসেবে কাজ করছেন। ফলে অন্যান্য কিশোরীরাও নিজস্ব পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি, প্রজনন, বাল্যবিবাহের কুফল ও এর প্রতিকার, নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতন হয়েছেন।

আখির স্বপ্ন

স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থী পুনরায় ভর্তি মোছা: আখি খাতুন (মাঝে) তার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে

মোছা: আখি খাতুন (১৭) সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার পোড়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। দিন মজুর বাবার ৩ সন্তান (২ ভাই, ১ বোন) এর মধ্যে আখি দ্বিতীয়। আখি ২০১৫ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ৪.৫ জিপিএ নিয়ে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার কারণে আখির পড়ালেখার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। বাবা মা ভাবতেন মেয়ে বিয়ে হলেই তো অন্য বাড়ি চলে যাবে। তাই ছেলেদের প্রতি বাবা মায়ের খেয়াল ছিলো বেশি। বাবা মায়ের অসচেতনতার ফল পরে আখির উপর। বন্ধে হয়ে যায় পড়ালেখা। আখির মা মোছা: বিউটি খাতুন ২০১৪ সালে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের সয়দাবাদ শাখায় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন। সেই সুত্রে প্রকল্পের সোস্যাল কর্মকর্তার সাথে মোছা: বিউটি খাতুনের আখির বিষয়ে মাঝে মাঝে কথা হতো। ২০১৬ সালে সোস্যাল কর্মকর্তা জানতে পারেন আখি আর বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। সোস্যাল কর্মকর্তা তখন আখির মা বাবাকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকেন আখিকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে। ২০১৬ সাল থেকে আখিও কিশোরী সভায় বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণ করে। সেখান থেকে আাখি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত হয়। আখি সোস্যাল কর্মকর্তার কাছে বিদ্যালয়ে যাওয়ার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে। তারপর সোস্যাল কর্মকর্তা আখির ইচ্ছা ও ভবিষ্যতের কথা তার বাবা মায়ের কাছে বলেন এবং বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে ভালোভাবে বোঝান। ২০১৭ সালে আখি পোড়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে সোস্যাল কর্মকর্তার পরামর্শে পুনরায় নবম শ্রেণিতে ভতি হয়। ২০১৯ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিবে। এসএসসিতে ভালো ফলাফল করার ইচ্ছা আছে। সেই মোতাবেক প্রস্তুতিও নিচ্ছে আখি। সে একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চায়। আখির কাছে তার বর্তমান অনুভূতির কথা জিজ্ঞাসা করলে বলে-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের কিশোরী ক্লাব আমাকে পুনরায় স্বপ্ন দেখতে সাহস যুগিয়েছে। এজন্য আমি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এনডিপি ও পিকেএসএফকে কৃতজ্ঞতার সাথে মনে রাখব।

চর নিশিবয়ড়া উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব

৩২ জন কিশোরী নিয়ে ২০১৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর চর নিশিবয়রা উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব যাত্রা শুরু করে। সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার ভাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের ক্লাবটি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সামাজিক সচেতনতা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ারোধ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

চর নিশিবয়রা কিশোরী ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ক্লাবটি উপরোক্ত বিষয়ে সচেতন করতে নিয়মিত ক্লাবের সকল কিশোরীদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আলোচনা সভার আয়োজন করে। তাছাড়া মাসে একটি সমন্বয় ও কর্ম পরিকল্পনা সভা করে থাকে। সভায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয় ও দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়। এতে প্রকল্পের সোস্যাল কর্মকর্তা সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন। কিশোরীদের কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে বাল্যবিবাহ রোধ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সেশন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া রোধকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ক্লাবটি নিয়মিত সেশন পরিচালনা ছাড়াও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এলাকার সকল কিশোরীদের কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামের আরও ৪০টি পরিবারের মাঝে কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ৪০টি পরিবারের মাঝে পেঁপে, মরিচ, আমড়া, জলপাই চারা বিতরণ, ৭টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি, ৩টি টিউবওয়েলের গোড়া পাকা, শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া ৩ জন ছাত্রীকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিশোরীরা বিভিন্ন উৎসব পালন, খেলাধুলা ও পিকনিক আয়োজনের জন্য নিজেরা প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা করে চাঁদা জমা দিয়ে একটি পিকনিকের আয়োজন করেছে।

ক্লাব কর্তৃক নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কিশোরীদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এখন তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যাগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করছে। অথচ ইতিপূর্বে এই গ্রামের বেশিরভাগ মেয়েদের ১০ থেকে ১২ বছর বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হতো। ফলে তারা অল্প বয়সে গর্ভবতী হওয়ায় নানা রকম স্বাস্থ্যগত সমস্যাসহ অপুষ্টিতে ভুগতো। এখন আর এসব সমস্যা খুব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

ক্লাবটি কার্যক্রমকে আরো সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে ক্লাবের ৩ জন কিশোরী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বর এবং গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর নিয়ে ৯ জনের একটি বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে। ইতিমধ্যে এই কমিটি ২০ অক্টোবর ২০১৭ ইং তারিখে একটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করত সক্ষম হয়েছেন। কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে ৯ জন বিবাহিত নারীকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্বতি গ্রহণ ও সকল কিশোরীদের টিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এদিকে ক্লাবটিকে আরও কার্যকরি করে তুলতে প্রকল্প থেকে ক্লাবটিতে থার্মোমিটার, ডায়াবেটিক মাপার যন্ত্র, ওজন মাপার যন্ত্র, উচ্চতা পরিমাপক ফিতা ও বিএমআই চার্ট, দাবার বোর্ড, লুডু বোর্ড, অভিধান ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

কিশেরীরা ক্লাবটিকে একটি আদর্শ ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটি কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে আগামী দিনের সচেতন ও আদর্শ মা তৈরির প্রচেষ্ঠা করছে।

ঝুঁকি তহবিল

অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র অবস্থা থেকে টেকসইভাবে উত্তোরণের লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যু, মারাত্নক দুর্ঘটনা, দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধি, সিজারিয়ান ডেলিভারি প্রতিবন্ধিতা, শিশুর তীব্র অপুষ্টি ইত্যাদি কারণে পরিবারটি অধিকতর দারিদ্রতায় নিমজ্জিত হচ্ছেন এবং বেশিরভাগ সময়ই ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন। এসব পরিবারের কোন সদস্যের উপরোক্ত দুর্ঘটনার কারণে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত পরিবারের সঞ্চয় ও সম্পদ নিঃশেষ হওয়া রোধ করার পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহ প্রদান করতে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পভূক্ত অতিদরিদ্র (বুনিয়াদ) এবং আরইআরএমপি-২ সদস্য এবং তার খানাভূক্ত সদস্য ঝুঁকি তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা পান। এক্ষেত্রে সদস্য অথবা সদস্য কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে ঝুঁকি তহবিল ভাতা সর্বোচ্চ ২ বার প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত প্রকল্প কর্তৃক ২১০ জনকে ৫ হাজার টাকা করে ঝুঁকি তহবিল প্রদান করা হয়েছে। ফলে ঝুঁকি তহবিল প্রাপ্তদের তাৎক্ষনিক ঝুঁকি কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে।

সদস্যদের ঝুঁকি তহবিল প্রদান করছেন
নাটোর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা: জেসমিন আরা বানু

কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক অবহিতকরণ সভা

ইউপিপি উজ্জীবিত অতিদরিদ্র ও আরইআরএমপি-২ পরিবারভূক্ত সদস্যদের বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মা, ৫ বছরের নীচের শিশু, কিশোরীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর সময়ে আয়রণ ফলিক এসিড ও ক্যালসিয়ামসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ সামগ্রী গ্রহণ করার জন্য নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করাই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে স্লিপ কার্ডের মাধ্যমে এই ক্লিনিকগুলোতে রেফার করা হচ্ছে। ক্লিনিকগুলোতে সংযোগ স্থাপনের পূর্বে প্রতিটি ক্লিনিকে ১টি করে অবহিত সভা আয়োজন করা হয়েছে। অবহিত সভায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কার্যক্রমটির উদ্বোধন করেন। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার অবহিতকরণ সভায় কমিউনিটি ক্লিনিক কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের বিবরণ তুলে ধরেন। এ পর্যন্ত ৭টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। কমিউনিটি এলাকায় প্রকল্পের সকল সদস্য নিজেই উৎসাহিত হয়ে এই স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবাটি গ্রহণ করছেন।

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বক্তব্য দিচ্ছেন

কমিউনিটি ইভেন্টস

প্রকল্পভূক্ত পরিবারের অনেক সদস্য যথাযথ স্বাস্থ্যসেবার অভাবে নানাবিধ অসুস্থতা ও অপুষ্টিতে ভুগছেন, যা তাদের পরিবারে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনতে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছিলো। এছাড়া অধিকাংশ সদস্যের রক্তের গ্রুপ জানা না থাকার কারণে প্রয়োজনীয় সময়ে রক্তের যোগান হচ্ছিলো না। বিশেষ করে প্রজননক্ষম ও গর্ভবতী নারী এই সমস্যার সম্মুখীন বেশি হচ্ছিলেন। তাই প্রকল্পের কমিউনিটি ইভেন্টস এর আওতায় রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সদস্যদের রক্তের গ্রুপ নির্নয় করা হচ্ছে। এছাড়া এই ইভেন্টেস এর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করতে এবং জরুরী প্রয়োজনে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দিবস পালন ও বন্যার্তদের জন্য ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হচ্ছে।

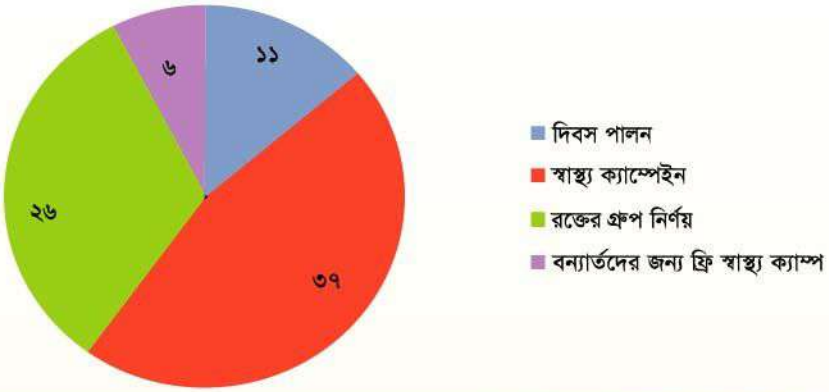

দিবস পালন

প্রকল্পের সদস্যদের স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসসহ নানা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। জাতীয় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, প্রতিবন্ধী সচেতনতা দিবস, ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস, জন্ম নিবন্ধন দিবস, বিশ্ব শিশু ক্যান্সার দিবস, বিশ্ব নারী দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস, আর্ন্তজাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস পালনের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রায় ২ হাজার সদস্যকে স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন অধিকার বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। দিবস পালন অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন।।

র‍্যালিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সিরাজগঞ্জ জেলার সিভিল সার্জন ডা: কাজী শামীম হোসেন

স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইন

স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রের সহযোগিতায় / স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হচ্ছে। এলাকার জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ স্বাস্থ্যক্যাম্পে উপস্থিত থাকেন। ক্যাম্পটি সাধারনতঃ তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া এলাকায় আয়োজন করা হচ্ছে। প্রকল্পভূক্ত সকল সদস্য এবং তাদের পরিবারের সকল সদস্য বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মা, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম এবং উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের বিনামূল্যে এই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩৭টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ৫ হাজার জনকে এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। ফলে সদস্যরা সাধারণ রোগ ব্যধি সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি অনেক কমে গেছে।

ডা: মো: জাহিদুল ইসলাম (এমবিবিএস, শিমলা কমিউনিটি ক্লিনিক, পাবনা) ক্যাম্পেইনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন

রক্তের গ্রুপ নির্ণয়

সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার পাশাপাশি গর্ভবতী নারী, কিশোর-কিশোরী, ছাত্রীদের (মাধ্যমিক) বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হচ্ছে। রক্তের গ্রুপ নির্ণয় শেষে তাদেরকে **"রক্তের গ্রুপ নিদের্শক কার্ড"** প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৬টি ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় ৭,৫০০ জনের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়কারী সদস্যগণ তাদের প্রদানকৃত কার্ড দেখে একে অপরের রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন এবং সন্তান প্রসবসহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারছেন। ফলে জীবনের ঝুঁকি অনেক হ্রাস পেয়েছে।

প্যাথলজিষ্ট মো: সাইফুল ইসলাম (আমিনা ক্লিনিক, বনপাড়া, নাটোর) রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করছেন

বন্যার্তদের জন্য ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইন

বন্যায় আক্রান্ত শিশু ও নারীদের জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে প্রকল্প কর্তৃক ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৬টি ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ৭০০ জন বন্যায় আক্রান্ত রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। কার্যক্রমটি বন্যা পরবর্তী সময়ে দ্রুত আয়োজন করার ফলে নারী ও শিশু তাৎক্ষনিকভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে রক্ষা পেয়েছে।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দীপক কুমার সাহা (আরএমও, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন। সর্ব ডানে উপস্থিত আছেন এনডিপি'র সহকারি পরিচালক (কর্মসূচি) জুবায়ের জাহান খান

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিপিট্যাপ নিশ্চিতকরণ

টিপিট্যাপ মূলত: একটি আঞ্চলিক ভাষা। মূল শব্দটি হলো হাত ধোয়ার পদ্ধতি। এই টিপিট্যাপ পদ্ধতিটি পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর দুই হাত ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। টিপিট্যাপ গুড়া সাবান ও পানি বোতলে তুলে ঝাঁকালে তৈরী হয়ে যায়। পায়খানা থেকে বের হওয়ার পথে হাতের ডান দিকে খুটির সাথে রশি দিয়ে সাধারণত টিপিট্যাপ ঝুলিয়ে রাখা হয়। ৪/৫ টাকা খরচ করেই একটি টিপিট্যাপ তৈরি করা যায়। গরীবের জন্য হাত ধোয়ার সবচেয়ে সহজ এই পদ্ধতিটি। কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্প এলাকার ৯০ ভাগ মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিপিট্যাপ নিশ্চিত হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পায়খানা না থাকায় ও পায়খানা ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ায় সংক্রমিত রোগের হার আগের চেয়ে ৭০ ভাগ কমে এসেছে।

মোছা: মাহেলা খাতুন টিপিট্যাব পদ্ধতি ব্যবহার করছেন

আরইআরএমপি-২

Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মধ্যে একটি Financing Agreement এর মাধ্যমে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মুল কম্পোনেন্ট দুটি: (১) কাজের বিনিময়ে অর্থ কাযক্রম এবং (২) দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের নাম Rural Employment and Road Maintenance Program (RERMP-2) এবং পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের নাম Ultra Poor Program (UPP)-Ujjibito.

পিও সোস্যাল আরইআরএমপি-২ সদস্যদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সেশন পরিচালনা করছেন

এক নজরে আরইআরএমপি-২ কর্তৃক অর্জন (নভেম্বর ২০১৩ - এপ্রিল ২০১৮)

ক্রঃ নং	ইন্টারভেনশন	কার্যক্রম	অর্জন
১	সদস্য ও ঋণ	বর্তমান সদস্য	২,০৪০
		ঋণ গ্রহীতা	৩১৪
		ঝুঁকি তহবিলের আওতায় মৃত্যুজনিত ভাতা (জন)	৩
		ঝুঁকি তহবিলের আওতায় অসুস্থতাজনিত ভাতা (জন)	৭
২	প্রশিক্ষণ (কৃষিজ)	বসতবাড়িতে সবজি চাষ	২৭৫
৩	প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ)	মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন	৫০০
		গরু মোটাতাজাকরণ	১,২৫০
৪	প্রশিক্ষণ (অকৃষিজ)	সেলাই প্রশিক্ষণ (১ মাস মেয়াদী)	৩০
৫	কারিগরি সেবা	সেশন	১,৩৫৪
		টিকা মুরগি সংখ্যা (আরডিভি ও বিসিআরডিভি)	৪৫১
		কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ গরু, ছাগল, ভেড়ার সংখ্যা	৮৫৪
৬	বীজ বিতরণ	সবজি বীজ বিতরণ	৩,৯৪৫
		আধা বাণিজ্যিক সবজি খামার	১২
৭	১০০০ দিনের সেবা (গর্ভবতী-২৩ মাস বয়সী শিশু)	তালিকাভুক্ত গর্ভবতী	১৪৪
		তালিকাভুক্ত দুগ্ধদানকারী মা	৫৫২
		তালিকাভুক্ত শিশুর সংখ্যা (০-২৩ মাস বয়সী)	১,২৪৪
		তালিকাভুক্ত অপুষ্টিতে (মাঝারি ও তীব্র) আক্রান্ত শিশু	১২০
৮	গ্রোথ মনিটরিং	তালিকাভুক্ত শিশু (২৪-৫৯ মাস বয়সী)	৮৬৯

RERMP-2 কর্ম এলাকার আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এলজিইডি কর্তৃক ১০২টি ইউনিয়নের প্রতিটি ইউনিয়নে অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের ১০ জন করে নিয়ে ২টি পর্যায়ে মোট ২,০৪০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর আইজিএ বাস্তবায়নের জন্য সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সদস্যদের ঝুঁকি নিরসনে মৃত্যুজনিত ও অসুস্থতাজনিত ঝুঁকি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ঋণ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যদেরকে উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার-টেকনিক্যাল দ্বারা কৃষিজ, অকৃষিজ, প্রাণি সম্পদ ও কারিগরি সেবামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সারা বছরব্যাপী সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সবজি বীজ বিতরণ এবং প্রাণি সম্পদের জন্য কৃমিনাশক বড়ি ও টিকা প্রদান করা হচ্ছে। গর্ভবতী এবং ০ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুদের জন্য প্রোগ্রাম অফিসার সোস্যাল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন। ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের গ্রোথ মনিটরিংয়ের জন্য মুয়াক, উচ্চতা, ইডিমা, ওজন ও পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করতে খানা পরিদর্শণ করা হচ্ছে। এসব তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য তাদের প্রত্যেককে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মনিটরিং কার্ড দেওয়া হয়েছে। কিশোরীদের জন্য পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতন করতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে।

এসডিজির টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে অকৃষিজ সেলাই মেশিনের উপর প্রশিক্ষণ পরবর্তী বিনামূল্যে ২৫ জনকে সেলাই মেশিন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হয়েছে। ফলে সদস্যরা তাদের নিজেদের পরিবারে আর্থিক যোগানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সন্তানদের পড়ালেখার খরচ বহন করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে আরইআরএমপি-২ সদস্যদের মাসিক আয় আগের তুলনায় ২-৩ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোকছেদান এখন স্বাবলম্বী

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফল সদস্য মোছা: মোকছেদান খাতুন গরু পরিচর্যা করছেন

সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার নলিচা আদর্শ গ্রামের মোকছেদান ছিলেন দুস্থ, ভূমিহীন অতি দরিদ্র পরিবারের সদস্য। ৭ সদসস্যের পরিবারে মোকছেদান ২য় সন্তান। অসহায় পরিবারটি মোকছেদানকে ১২ বছর বয়সেই হতদরিদ্র এক ছেলের সাথে বিয়ে দেন। দরিদ্র বেকার যুবকের সাথে বিয়ে হওয়ায় মোকছেদান বিপদে পড়ে যান। মোকছেদানের চারিদিকে যখন অন্ধকার তিনি তখনই দুটি কম্পোনেন্ট UPP Ujjibito এবং RERMP-2 (Rural Employment and Road Maintenance Programme) সদস্য হন। ফলে আরইআরএমপি-২ এর মাধ্যমে ২ বছর মেয়াদি রাস্তার পাশে মাটি কাটা প্রকল্পে কাজ শুরু করেন এবং উজ্জীবিত প্রকল্প থেকে পুষ্টি, প্রজনন, স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে সহযোগিতা পেতে থাকেন। পাল্টাতে থাকে মোকছেদানের জীবন। এরই মাঝে আবার উজ্জীবিত প্রকল্পের মাধ্যমে মোকছেদানকে গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মোকছেদান গরু মোটাতাজাকরণ আইজিএ বাস্তবায়ন করতে শুরু করেন। আইজিএ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নিজের জমানো টাকার সাথে প্রকল্পের সহায়তায় ঋণ নিয়ে ৩৫ হাজার টাকায় একটি ষাড় গরু ক্রয় করে ৪ মাস পালন করে ৭২ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। সব খরচ বাদ দিয়ে এই চক্রে ২২ হাজার টাকা লাভ করেন। এক মাস পর আরও ১০ হাজার টাকা যোগ করে ৮২ হাজার টাকায় ২টি ষাড় গরু কিনে আবারও ৪ মাস পর বিক্রি করে ৩৮ হাজার টাকা লাভ করেন। এদিকে আরইআরএমপি-২ এ ২ বছরব্যাপী রাস্তার মাটি কাটার কাজ করে সেখান থেকে ৩৬ হাজার টাকা পান। এবার মোকছেদান নিজের জমানো কিছু টাকা, আরইআরএমপি-২ এর টাকা এবং গরু বিক্রির লাভের কিছু টাকা যোগ করে ৯০ হাজার টাকা দিয়ে থাকার জন্য সুন্দর একটি টিনের ঘর করেন। কিছুদিন পর গরু বিক্রির টাকা থেকে আসল টাকা দিয়ে ৮০ হাজার টাকায় এবার ২টি গরু ক্রয় করেন। বর্তমানে তার গরু ২টির মূল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। মোকছেদান এখন বাড়ির কাজ কর্মের সাথে গরুগুলোর দেখাশুনা করেন। গরু ২টিও নিয়মিত পরিচর্যা পাওয়ায় সুস্থ থাকে। এদিকে একমাত্র কন্যা সন্তান নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। সবার মুখেই হাসি। তাকে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলেন- আমার জীবনে ছোট হলেও যে পরিবর্তন হয়েছে তা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। অথচ আরইআরএমপি-২ এবং ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প আমাকে বাস্তবতায় নিয়ে এসেছে। এখন বড় একটি গরুর খামার গড়ার স্বপ্ন দেখি।

সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সংযোগ স্থাপন

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পটি টেকসই ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হচ্ছে। জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ, সিভিল সার্জন কার্যালয়, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কৃষি, প্রাণি ও মৎস্য সম্পদ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কার্যক্রমে সহযোগিতার পাশাপাশি সরাসরি উপস্থিত থেকেও সফলভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছেন। এছাড়া এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ইউপিপি-উজ্জীবিত ও আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের সদস্যদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ঔষধ বিনামূল্যে পায় তা নিশ্চিতকরণে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্প এলাকার সদস্যদের মাঝে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা তৈরি হয়েছে ও সরকারি দপ্তরের সাথে সদস্যদের সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে এবং টেকসই উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের সাথে সংযোগ স্থাপন

জেলা প্রশাসন আয়োজিত এনডিপি-উজ্জীবিত উন্নয়ন মেলার ষ্টল পরিদর্শন করছেন জেলা প্রশাসক ও তার প্রতিনিধিগণ

কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প সব সময় জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করে। জেলা প্রশাসনও সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে। জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতেও প্রকল্প অংশগ্রহণ করে থাকে। নিয়মিত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা প্রশাসন বরাবর জমা দেওয়া হয় এবং মাসিক এনজিও সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। ফলে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা প্রশাসন সব সময় অবগত থাকে।

সিভিল সার্জন ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন

প্রকল্পের যতগুলো কার্যক্রম আছে তার মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম অন্যতম। প্রকল্প কর্তৃক অতিদরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এ সব স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্প সিভিল সার্জন ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে বাস্তবায়ন করা হয়। বেশিরভাগ কার্যক্রমে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করেন। এছাড়া সিভিল সার্জনও স্বাস্থ্য ক্যাম্পসহ অন্যান্য কার্যক্রমে উপস্থিত থাকেন। তাছাড়া প্রকল্পের স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়কে নিয়মিত অবহিত করা হয়। প্রকল্পের সদস্যদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করার ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি আগের চেয়ে অনেক কমেছে।

রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পেইনে সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাক্তন সিভিল সার্জন ডা: মো: মনজুর রহমান

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন

আরইআরএমপি-২ সদস্যদের এলজিইডি সরাসরি তত্ত্বাবধান করলেও ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পটি ঐসব সদস্যদের বিভিন্ন আইজিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। সেলাই প্রশিক্ষণ পরবর্তী সদস্যদেরকে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া আরইআরএমপি-২ এর সদস্যদের সকল তথ্য ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল তথ্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে নিয়মিত জমা দেওয়া হয়।

উপজেলা পরিষদের সাথে সংযোগ স্থাপন

উপজেলা পরিষদের সাথে সব সময় সমন্বয় রেখে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপজেলায় আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সরাসরি উপস্থিত থেকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করছেন। এছাড়াও বিভিন্ন পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে কার্যক্রমগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করছেন। এছাড়া উপজেলা পরিষদ থেকে বেকার যুবকদের জন্য কর্ম সৃষ্টিতে প্রকল্পকে সার্বিক সহযোগিতা করছেন।

উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ্যাডঃ মারুফ-বিন-হাবিব বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন। সাথে আছেন এনডিপি'র উপ-পরিচালক মোসলেম উদ্দিন আহমেদ

উপজেলা প্রশাসনের সাথে সংযোগ স্থাপন

প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমে উপজেলা প্রশাসন সরাসরি মাঠে উপস্থিত থেকে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছেন। উপজেলা প্রশাসনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিত জমা দেওয়া হচ্ছে এবং এনজিও সমন্বয় সভায় প্রকল্পের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি, প্রাণি ও মৎস্য সম্পদ কার্যালয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের মধ্যে কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট। এই কম্পোনেন্টগুলোর মাধ্যমে সদস্যদের বিভিন্ন ধরণের আইজিএ পরিচালনার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। আইজিএ স্থাপনের পূর্বে সদস্যদের জ্ঞান, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আইজিএ ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণে জেলা ও উপজেলা কৃষি, প্রাণি ও মৎস্য সম্পদ কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দেন। ফলে প্রকল্পের সদস্যদের নিয়মিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি, প্রাণি ও মৎস্য সম্পদ কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণের সাথে প্রকল্পের সদস্যদের সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে।

গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করছেন রায়গঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ একেএম আনারুল হক

কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপন

বেলকুচি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বক্তব্য দিচ্ছেন এবং সাথে আছেন এনডিপি'র উপ-পরিচালক মোসলেম উদ্দিন আহম্মেদ

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের অতিদরিদ্র ও আরইআরএমপি-২ পরিবারের সদস্যদের সহজে বিভিন্ন ঔষধপত্র এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করতে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মায়ের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করতে প্রকল্প কর্তৃক সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া এই কার্যক্রমটির মাধ্যমে গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর সময়ে আয়রন ও ফলিক এসিড ও ক্যালসিয়ামসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ সামগ্রী গ্রহণ করার জন্য নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিকে রেফার করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে প্রকল্প কর্তৃক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্লিনিকে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। অবহিতকরণ সভায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে কার্যক্রমটির উদ্বোধন করেন। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার অবহিতকরণ সভায় সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন। সোস্যাল কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের সদস্যদের কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাথমিকভাবে উৎসাহ প্রদান করলেও এখন সদস্যরা নিজ উদ্যোগেই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধানের জন্য যাচ্ছেন। ফলে সংযোগ স্থাপনকৃত ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে সদস্যদের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান হচ্ছে।

শিক্ষনীয় বিষয়, প্রতিবন্ধকতা ও পরামর্শসমূহ

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। সদস্যদের নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হওয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকারি ও বেসরকারি ষ্টেকহোল্ডারের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে। ষ্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে স্বত:স্ফুর্ত সহযোগিতা পেলেও কখনও কখনও তাদের জরুরী প্রয়োজনে নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করাও কঠিন হয়ে পড়ে। তারপরও প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন কর্মমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় অনেক সফলতা এসেছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। যদি এইসব বাধাগুলোকে কমিয়ে আনা যায় তবে প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে কাংক্ষিত ফলাফল পাওয়া খুবই সম্ভব।

শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ

১. প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করায় সরকারি দপ্তর/ বিভাগের সাথে প্রকল্প, প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগী ও জনপ্রতিনিধির সাথে আন্তঃ যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের সকল সদস্যই অতিদরিদ্র। আর্থিক সমস্যার কারণে অনেকেরই দক্ষতা থাকা সত্বেও আইজিএ বাস্তবায়ন করতে পারেন না। এরকম সদস্যদেরকে অনুদানের মাধ্যমে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহযোগিতা করার ফলে তাদের আর্থিক ও সামাজিক ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। মোট ৬৬ জনকে অনুদান প্রদান করা হলেও সদস্যদের অনুসরণ করে প্রকল্পের সহযোগিতায় ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে আরও অন্তত: ২৪ জন নারী নিজেদের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কার্যক্রমটি বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী হওয়ায় প্রকল্পের সদস্য এবং সদস্যের বাইরে নারীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

৩. বসতবাড়িতে বেড ও মাঁচা পদ্ধতিতে সবজি চাষের উপর সদস্যদের দক্ষতা বাড়াতে উপজেলা কৃষি কর্মকতা এবং উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা দ্বারা ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করার ফলে সদস্যগণ বসতবাড়ির পতিত জায়গা ফেলে না রেখে সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এতে পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত সবজি বিক্রি করে বাড়তি আয়ও করছেন। নারীরা বাড়ির আঙ্গিনায় এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করতে পারছেন বলে সকল সদস্যই সবজি চাষে দিন দিন আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এদের দেখাদেখি প্রতিবেশি সদস্যগণও সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

৪. বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান) প্রশিক্ষণে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ১২ জন নারীকে সেলাইয়ের উপর ৩০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ সমাপ্তে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ বিতরণ করে আইজিএ বাস্তবায়ন করায় তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়া ৩৮ জন বেকার যুবককে ৩০ দিন ব্যাপী ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার ফলে ৮ জন যুবক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেয়েছেন এবং অবশিষ্ট ৩০ জন নিজেরাই ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং সামগ্রীর দোকান দিয়ে বেকারত্ব ঘুচিয়েছেন।

৫. ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের ৪০০ জন সদস্যকে সেলাইয়ের উপর ৩০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন ও উপকরণ সামগ্রী প্রদান করায় সবাই দর্জি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। এদের মধ্যে কমপক্ষে ১৫ জন দর্জির কাজ ছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আইজিএটি ঘরে বসেই বাস্তবায়ন করা যায় বলে নারীদের কাছে অত্যান্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

৬. ৩০ জন বেকার যুবককে ৯০ দিন ব্যাপী বৃত্তিমূলক (মোবাইল ও মোটর সাইকেল সার্ভিসিং) প্রশিক্ষণ প্রদান করায় তাদের মধ্যে ২৩ জন বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকুরীরত আছেন এবং ৭ জন নিজেরাই দোকান দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ব্যবসাটি যুগোপযোগী ও চাহিদা সম্পন্ন হওয়ায় বেকার যুবকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

৭. আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতন হওয়ায় নানা রোগে ভোগেন। আর অতিদরিদ্র নারী পরিবার এবং কিশোরীরা স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতায় বেশি ভোগেন। প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন, কমিউনিটি ক্লিনিকে সংযোগ স্থাপন, কিশোরী কাবের মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন সেশন পরিচালনা, রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, তীব্র অপুষ্টিতে ভোগা সদস্যদের হাসপাতালে রেফার করা, ১,০০০ দিনের সেবা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় প্রকল্পের সদস্য ও সদস্যদের সন্তানদের মাঝে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্যক্রমটি সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করে বাস্থবায়ন করায় প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেক কমে গেছে।

৮. প্রকল্পের সাথে ঋণ কার্যক্রম যুক্ত থাকায় অতি অল্প সুদে সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন আইজিএ বাস্তবায়ন সহজ হচ্ছে।

৯. কিশোরী ক্লাব গঠন করায় কিশোরীদের মধ্যে নতুন নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে এবং সামাজিক সচেতনতা যেমন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক প্রতিরোধ, পারিবারিক কলহ নিরসনে কিশোরীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এছাড়া পুষ্টি গ্রামে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ

১. প্রকল্পের সমিতিভুক্ত নারী সদস্যরা নানা রকম কাজের সাথে জড়িত থাকায় সমিতিতে সেশন পরিচালনার সময় সকল সদস্য প্রতিটি সেশনে উপস্থিত থাকতে পারে না।

২. আরইআরএমপি-২ সদস্যরা বিচ্ছিন্নভাবে এবং দূরবর্তী এলাকাতে বসবাস করায় একই সাথে নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করা অনেকটা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

৩. প্রকল্প এলাকাতে নারীরা সাধারণত প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সময়ে অনেকটা সময় বাবার বাড়িতে অবস্থান করার ফলে সময়মত সকল সেবা নিশ্চিত করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. প্রকল্পে নারী সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য নিযোগকৃত প্রোগ্রাম অফিসার সোশ্যাল অধিকাংশ পুরুষ হওয়ায় গর্ভবতী মহিলা, দগ্ধদানকারী মা ও কিশোরীদের কাছ থেকে অনেক সময় সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

৫. উর্ধত্বন সরকারি কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধি/বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের ব্যস্ততার কারণে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অংশগ্রহণ করানো কঠিন হয়ে পড়ে, যার ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে।

৬. প্রকল্পের কার্যক্রম প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এবং দূরবর্তী এলাকাতে হওয়ায় প্রোগ্রাম অফিসারদের অনেক সময় সাইকেল চালিয়ে সঠিক সময়ে মাঠে উপস্থিত হয়ে সেশন পরিচালনা ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া কর্ম এলাকার অধিকাংশ মাটির রাস্তা হওয়ায় বর্ষার সময় চলাচল অনেকটা দূরহ হয়ে পড়ে, যা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

পরামর্শসমূহ

১. প্রকল্পের সকল ষ্টাফকে পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী আরো বেশি প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. সদস্যদের নিবীড়ভাবে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে নারী প্রোগ্রাম অফিসার সোশ্যাল নিয়োগ করলে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরও সহজ এবং ফলপ্রসূ হতে পারে।

৩. প্রকল্পে একজন পুষ্টিবিদ নিয়োগ করা যেতে পারে, যার ফলে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

ছবিতে উজ্জীবিত প্রকল্প

এনডিপির ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে
ইউপিপি-উজ্জীবিত ষ্টলে আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ির ডামি

উজ্জীবিত সদস্য শোভা বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ করছেন

কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করছে

প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে
বসতবাড়িতে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করছেন

ছবিতে উজ্জীবিত প্রকল্প

মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন অনুদানপ্রাপ্ত সদস্য ভোজনের বাড়ি পরিদর্শন করছেন ড.এ কে এম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ ও টিম লিডার, ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প

গরু মোটাতাজাকরণ অনুদানপ্রাপ্ত সদস্য রোজিনার বাড়ি পরিদর্শন করছেন এনডিপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলাউদ্দিন খান

প্রকল্পের সোস্যাল কর্মকর্তা শিশুদের ভিটামিন "এ" ক্যাপসুল খাওয়াচ্ছেন

পিও সোস্যাল মাধ্যমিক স্কুল ফোরামের সদস্যের গ্রোথ মণিটরিং করছেন

উন্নয়নে উজ্জীবিত

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম–এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩।

ফোন ঃ ০৭৫১-৬৩৮৭০-৭১, মোবাইল ঃ ০১৭১৩-৩৮৩১০০।

ইমেইল ঃ akhan_ndp@yahoo.com ওয়েবসাইট ঃ www.ndpbd.org